কয়েক মাসের খবর
(২৬ অক্টোবর- ১৪ জানুয়ারি)

শ্রমজীবী মানুষ

সৌদি আরব থেকে নারী শ্রমিকদের মৃতদেহ বাংলাদেশে আসার সংখ্যা বাড়ছে
২৯ অক্টোবর ২০১৯, বিবিসি বাংলা
সৌদি আরব থেকে এবছর ৯০০ বাংলাদেশী নারী শ্রমিক ফেরত এসেছেন। তাদের বেশিরভাগই সেখানে নানা ধরণের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন।

সংস্থাটি আরও বলেছে, সাম্প্রতিক সময়ে নারী শ্রমিকদের মৃতদেহ দেশে আসার সংখ্যাও বেড়েছে।

এ বছর সৌদি আরব থেকে বাংলাদেশী নারী গৃহকর্মির ৪৮ জনের মৃতদেহ দেশে আনা হয়। তাদের মধ্যে ২০ জনই সৌদি আরবে নির্যাতনের অভিযোগ তুলে আত্মহত্যা করেছেন।

নিরাপত্তার অভাবে এবছর ১৪৮ নির্মাণ শ্রমিক নিহত
নভেম্বর ১৩, ২০১৯, ইন্ডিপেন্ডেন্টটুয়েন্টিফোরডটকম
২০০২ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ১৫ বছরে নিহত হয়েছেন ১ হাজার ৬৭৭ নির্মাণ শ্রমিক। আর চলতি বছরের অক্টোবর পর্যন্ত কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় নিহত হন ১৪৮ জন।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্ট্যাডিজের তথ্য মতে, পরিবহন খাতের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে নির্মাণ খাতে।

সৌদি থেকে ৫৩ নারীর মরদেহ ফিরেছে, যা খুবই নগণ্য: পররাষ্ট্রমন্ত্রী
১৪ নভেম্বর, ২০১৯, বাংলাদেশ প্রতিদিন
সৌদি আরবে কর্মরত ২ লাখ ২০ হাজার নারীর মধ্যে ৫৩ জনের মরদেহ ফিরে এসেছে; যা খুবই নগণ্য বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন।

বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর নিয়ে ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন তিনি।

সৌদি আরব থেকে নির্যাতিত হয়ে ফেরা নারীর সংখ্যা খুব বেশি নয় উল্লেখে করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মাত্র ৮ হাজার নারী ফিরে এসেছেন যা খুবই নগন্য। নারীরা দূতাবাসের শেল্টারহোমে অভিযোগ না করে দেশে এসে অত্যাচারের কথা বলেন। যদি সংখ্যা দেখেন তাহলে খুবই ছোট একটা সংখ্যা।.. ..

অর্থাভাবে বিনা চিকিৎসায় ধুকে ধুকে মরছে তাজরীনের আহত শ্রমিকরা
২৩ নভেম্বর, ২০১৯, দেশ রুপান্তর
সাভারের আশুলিয়ায় তাজরীন ফ্যাশনে অগ্নিকাণ্ডের সাত বছর পেরিয়ে গেলেও অর্থাভাবে বিনা চিকিৎসা ধুকে ধুকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলছে প্রতিষ্ঠানটির আহত শ্রমিকরা। জীবিকার তাগিদে নিজেদেরকে বিভিন্ন পেশায় খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করেও শারীরিক, মানসিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যার কারণ বারবার পিছিয়ে পড়ছেন তারা। এছাড়া যারা নিহত হয়েছেন উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসন না পেয়ে পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে অনাহারে-অর্ধাহারে দিনাতিপাত করছেন তাদের স্বজনরা।

বিচার চলছে সাত বছর ধরে
২৪ নভেম্বর ২০১৯, বণিক বার্তা
এখনো তাজরীনের ঘটনায় করা মামলায় সব সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ করা সম্ভব হয়নি। ছয় মাস জেলে থাকার পর তাজরীনের মালিক দেলোয়ার হোসেন এখন জামিনে মুক্ত। তার স্ত্রী এবং প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান মাহমুদা আক্তার মিতাও জামিনে রয়েছেন।

সাত বছরেও তাজরীনের বিচারকাজ শেষ না হওয়ায় উদ্বেগ জানিয়েছেন শ্রমিক নেতারা। তারা বলছেন, দ্রুত মামলা সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে উল্লেখযোগ্য তাগাদা নেই।

খুলনা অঞ্চলের ৯ পাটকলে চলছে আমরণ অনশন
ডিসেম্বর ১০, ২০১৯, ঢাকা ট্রিবিউন বাংলা
পাটখাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ, মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন, নিয়মিত মজুরি পরিশোধসহ ১১ দফা দাবিতে খুলনা-যশোর অঞ্চলের ৯টি রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলের শ্রমিকরা আমরণ অনশন শুরু করেছেন।

মঙ্গলবার (১০ ডিসেম্বর) বেলা ২টা থেকে একযোগে এ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। রাষ্ট্রয়ত্ত পাটকল সিবিএ-ননসিবিএ সংগ্রাম পরিষদ ৬ দিনের কর্মসূচীর শেষ দিনে অনশন কর্মসূচি শুরু করে।

খুলনায় অনশনে অসুস্থ শ্রমিকের হাসপাতালে মৃত্যু
১২ ডিসেম্বর ২০১৯, প্রথম আলো
খুলনায় পাটকলশ্রমিকদের অনশনে থাকা এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পৌনে ছয়টার দিকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

ওই শ্রমিকের নাম আবদুস সাত্তার (৫৫)। তিনি খুলনার প্লাটিনাম জুট মিলের শ্রমিক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে শ্রমিকেরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।

অনুমোদন ছাড়া কারখানাটি চলছিল 'ম্যানেজ' করে
১৩ ডিসেম্বর ২০১৯, আমাদের সময়
ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের চুনকুটিয়ার হিজলতলা আবাসিক এলাকায় অনুমোদন ছাড়া শুধু ট্রেড লাইসেন্স দিয়ে চলছিল 'প্রাইম প্লেট অ্যান্ড প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড' নামে ওয়ানটাইম প্লেট ও গাস তৈরির কারখানাটি। গত ২ বছরে তিন বার প্রতিষ্ঠানটিতে আগুন লেগেছিল; মামলাও হয়েছিল মালিকের বিরুদ্ধে। কিন্তু এর পরও টনক নড়েনি।

অভিযোগ আছে, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সবাইকে 'ম্যানেজ' করেই কারখানাটি চালাচ্ছিলেন এর মালিক নজরুল ইসলাম। গত বুধবারের অগ্নিকাণ্ডের পর দগ্ধ শ্রমিকদের বাঁচানোর পরিবর্তে আইন থেকে বাঁচতে নিজেই গা ঢাকা দিয়েছেন। কারখানাটিতে কোনও ধরনের অগ্নি নির্বাপন যন্ত্র ছিল না। উপরন্তু বের হওয়ার একটিমাত্র দরজা। সেখানে আগুনের লেলিহান শিখা থাকায় বের হতে পারেননি ভেতরে কর্মরতরা।

কেরানীগঞ্জে অগ্নিকাণ্ড: নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৭
ডিসেম্বর ১৫, ২০১৯, বাংলা ট্রিবিউন
ঢামেকে চিকিৎসাধীন কেরানীগঞ্জের অগ্নিদগ্ধরা (ফাইল ছবি)কেরানীগঞ্জের চুনকুটিয়ার 'প্রাইম পেট অ্যান্ড প্লাস্টিক কারখানায়' অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা হলেন মুস্তাকিম, রাজ্জাক ও আবু সাঈদ। এ নিয়ে মোট নিহতের সংখ্যা ১৭।
প্রসঙ্গত, এর আগে ১১ ডিসেম্বর সন্ধ্যার দিকে কেরানীগঞ্জের ওই প্লাস্টিক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

গাজীপুরে ফ্যান কারখানায় আগুন, পুড়ে অঙ্গার ১০ শ্রমিক
১৫ ডিসেম্বর ২০১৯, সমকাল
ঢাকার কেরানীগঞ্জের চুনকুটিয়ায় গত বুধবার একটি প্লাস্টিক কারখানায় আগুন লেগে এ পর্যন্ত ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। ভয়াবহ ওই ঘটনার পাঁচ দিনের ব্যবধানে রোববার গাজীপুরে একটি ফ্যান কারখানায় আগুনে অঙ্গার হলো আরও ১০ জন। বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে সদর উপজেলার বারিয়া ইউনিয়নের কেশোরিকা এলাকায় লাপারি ফ্যান কারখানায় এ অগ্নিকা- ঘটে।

লাক্সারি ফ্যান কারখানার অনুমোদনই ছিল না
১৬ ডিসেম্বর ২০১৯, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম
অগ্নিকা- দশজন নিহত হওয়া গাজীপুরের ফ্যান কারখানাটির কোনো অনুমোদন ছিল না বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।
সোমবার কারখানা পরিদর্শনে এসে এ তথ্য দেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান

পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা।

এছাড়া কারখানাটির কোনো ফায়ার লাইসেন্স এবং পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা ছিল না বলেও জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষ।

জীবন চালাতে হিমশিম পোশাকশ্রমিক

২৫ ডিসেম্বর, ২০১৯, বাংলাদেশ প্রতিদিন

লাগাতার আন্দোলনের মুখে গত বছর পোশাকশ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৮ হাজার ৩০০ টাকা। কিন্তু এই মজুরি বৃদ্ধির পরও শ্রমিকদের জীবনমানের উন্নতি হয়নি। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানো, দুই বেলা খাবার নিশ্চিত এবং ঘর ভাড়া দিতে গিয়ে একজন শ্রমিক প্রতিদিন দুই থেকে চার ঘণ্টা ওভারটাইম করেও জীবন চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কারখানাগুলো এখন দক্ষ শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি না করে উল্টো কম মজুরি দিয়ে নতুন শ্রমিক নিয়োগ দিচ্ছে। আর খরচ কমাতে সিনিয়র কর্মীদের ছাঁটাই করছে। নতুন মজুরিকাঠামো অনুযায়ী বর্তমানে একজন শ্রমিক কাজে যোগদানের শুরুতে পাবেন ৮ হাজার ৩০০ টাকা (প্রায় ৯৭ ইউএস ডলার)। এর আগে শ্রমিকরা পেতেন ৫ হাজার ৩০০ টাকা। জাপান এক্টারনাল ট্রেড অর্গানাইজেশনের তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশের পোশাকশ্রমিকদের বর্তমান ন্যূনতম মজুরি বিশ্বে সবচেয়ে কম। যদিও পোশাকশ্রমিকরা তাদের ন্যূনতম মজুরি ১২ হাজার টাকা করার দাবি জানিয়েছিলেন। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালাগের (সিপিডি) এক গবেষণা বলছে, ২০১৩ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে পোশাকশ্রমিকদের জীবন পরিচালনার খরচ শতকরা ৮৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে শুধু খাদ্যমূল্যই বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৫৭ ভাগ।

আন্তর্জাতিক সংস্থা অক্সফামের এক গবেষণা অনুযায়ী, প্রতি ১০ জন পোশাকশ্রমিকের মধ্যে নয়জনই নিজের এবং তার পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত খাবার কিনে খেতে পারেন না। কিছু সময় তারা উপোস থাকেন এবং ঋণ করে সংসার চালান। শতকরা ৭২ শতাংশ শ্রমিক জানান, তারা নিজের চিকিৎসার ব্যয় বহন করতে পারেন না। প্রতি তিনজন শ্রমিকের একজন অপর্যাপ্ত আয়ের জন্য সন্তান থেকে আলাদা থাকেন।

২০১৯ সালে কর্মস্থলে নিহত ৯৪৫ শ্রমিক

৩১ ডিসেম্বর ২০১৯, প্রথম আলো অনলাইন

পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে ২০১৯ সালে মোট ৯৪৫ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ২৬৬ জন। তাঁদের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিহত ২৬৯ জন এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে ৬৭৬ জন নিহত হয়েছেন।

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সাগর-রুনি মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে 'কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিস্থিতি-২০১৯' শীর্ষক এ সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশ করে বেসরকারি সংস্থা বাংলাদেশ অকুপেশনাল সেফটি, হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ফাউন্ডেশন (ওশি)। দেশের শীর্ষস্থানীয় ১৫টি জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর এবং ওশির উদ্যোগে মাঠপর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এ সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

সেক্টরভিত্তিক তথ্যানুযায়ী, ২০১৯ সালে পরিবহন খাতে সর্বোচ্চ ২৯৪ জন নিহত হয়েছেন, ১৫৬ জন শ্রমিক নির্মাণ খাতে প্রাণ হারান, পোশাকশিল্পে নিহত ৪০ জন, কৃষিশ্রমিক নিহত হয়েছেন ৯৮ জন এবং দিনমজুর মারা গেছেন ৪৯ জন। এ ছাড়া ২৩ জন জাহাজভাঙা শিল্পে কর্মরত শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন। বাকিরা অন্যান্য বিবিধ সেক্টরে কাজ করতে গিয়ে নিহত হয়েছেন।

দেশে অনিবন্ধিত কারখানা প্রায় ২০ হাজার

জানুয়ারি ০১, ২০২০, বণিক বার্তা

দেশে মোট কারখানা ৬৪ হাজার ৮৮২টি, এর মধ্যে সরকারি ১৪০টি। এসব কারখানার মধ্যে ১৯ হাজার ৭২৭টির নিবন্ধন নেই। গতকাল সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির বৈঠকে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়।

সিলেটে তিন বছরে ৭৪ পাথর শ্রমিকের মৃত্যু

জানুয়ারি ১৪, ২০২০, বণিক বার্তা

সিলেটে পাথর উত্তোলন, পরিবহন ও ভাঙার কাজে সম্পৃক্ত প্রায় পাঁচ লাখ শ্রমিক। কাজগুলো ঝুঁকিপূর্ণ হলেও ৯৯ শতাংশ শ্রমিকই কোনো ধরনের সুরক্ষা উপকরণ ব্যবহার করেন না। এতে একদিকে দুর্ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা যেমন বাড়ছে, তেমনি শ্বাসকষ্টসহ দীর্ঘমেয়াদি নানা স্বাস্থ্য সমস্যায়ও ভুগছেন পাথর শ্রমিকরা। বেসরকারি সংগঠন বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির (বেলা) তথ্য বলছে, গত তিন বছরে পাথর উত্তোলনকালে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৭৪ শ্রমিক।

অর্থনীতির খবর

ঝুঁকিতে ব্যাংক, সিদ্ধান্ত নেন প্রভাবশালীরা

২৭ অক্টোবর ২০১৯, প্রথম আলো

বাংলাদেশে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষের মধ্যে ঋণ নিয়ে ফেরত না দেওয়ার প্রবণতার শিকড় অত্যন্ত গভীরে। প্রভাবশালী, ওপর মহলে ভালো যোগাযোগ আছে এবং ধনী, এমন কিছু ব্যবসায়ী ঋণ ফেরত দেওয়ার কোনো তাগিদই অনুভব করেন না। এমনকি বাংলাদেশে আর্থিক খাতের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও এখন নিচ্ছেন প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবান এসব ঋণগ্রাহকেরা।

এসব মন্তব্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ)। বাংলাদেশের আর্থিক খাত বিশ্লেষণ করে সংস্থাটি বলেছে, এখানে খেলাপি আড়াল করে রাখা আছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নজরদারি দুর্বল, ব্যাংক পরিচালক ও ব্যবস্থাপকদের আচরণ বেপরোয়া। নিয়ম ভাঙলে শাস্তিও পান না তাঁরা। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের ব্যাংক খাত অত্যন্ত ভঙ্গুর অবস্থায় এবং বড় ধরনের ঝুঁকির মধ্যে।

খেলাপি ঋণ নিয়ে দেশের ব্যাংক খাতের ভয়াবহ একটি চিত্রও তুলে এনেছে আইএমএফ। তারা বলেছে, বাংলাদেশে খেলাপি ঋণের যে তথ্য প্রকাশ করা হয়, প্রকৃত খেলাপি ঋণ তার তুলনায় অনেক বেশি। প্রকাশিত খেলাপি ঋণের তথ্য দেখলে মনে হবে তা খুব বেশি নয়। কিন্তু প্রকৃত পরিস্থিতি অনেক বেশি খারাপ।..

এভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হলে দেশে এখন খেলাপি ঋণ দাঁড়ায় ২ লাখ ৪০ হাজার ১৬৭ কোটি টাকা। আইএমএফ এসব ঋণ অন্তর্ভুক্ত করেই খেলাপি ঋণের হিসাব করার পক্ষে।..

আপত্তির মুখেও বিদেশ থেকে আসছে গরুর মাংস

২৯ অক্টোবর ২০১৯, প্রথম আলো

গরুর মাংসে উদ্বৃত্ত দেশ হওয়া সত্ত্বেও দেশে হিমায়িত গরু ও মহিষের মাংস আমদানি করা হচ্ছে। ভারত, সৌদি আরব ও দক্ষিণ কোরিয়া থেকে গত ছয় মাসে ২০ লাখ ৪৩ হাজার কেজি হাড্ডিবিহীন মাংস আমদানি হয়েছে। এখন ব্রাজিল থেকে আরও বেশি পরিমাণে হিমায়িত গরুর মাংস আমদানির প্রস্তাব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন রয়েছে।

তৈরি পোশাক রপ্তানির বিনিময়ে হিমায়িত গরুর মাংস আমদানির জন্য বাংলাদেশের কাছে সম্প্রতি প্রস্তাব দিয়েছে ব্রাজিল সরকার। প্রস্তাবটি বিবেচনায় নেওয়া যায় কি না, সে সম্পর্কে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে একটি ধারণাপত্র জমা দিয়েছে তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। তবে মাংস আমদানির বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আপত্তি রয়েছে। কারণ, আমদানি করা মাংসে কোনো ধরনের রোগজীবাণু আছে কি না, সেটা পরীক্ষা করার মতো ল্যাবরেটরি দেশে নেই। এর মধ্য দিয়ে নানা রোগবালাই দেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

পরামর্শক ব্যয় ১৩২০ কোটি টাকা

২৯ অক্টোবর, ২০১৯, দেশ রুপান্তর

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিরাপত্তায় ১৭১০ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন প্রকল্প হাতে নিতে যাচ্ছে সরকার। এর মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিতে পারমাণবিক প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন সুদক্ষ রেগুলেটরি বডি তৈরি করার চেষ্টা করা হবে। এজন্য সাড়ে পাঁচ বছর মেয়াদি এ প্রকল্পে রাশিয়া ও ভারতের ৮০৪ জন পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া হবে। তাদের সম্মানী ভাতা বাবদ বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১৩২০ কোটি টাকা, যা প্রকল্পের মোট বরাদ্দের ৭৭ শতাংশ।

আমদানির নামে ৮৭০ কোটি টাকা পাচার, শুল্ক গোয়েন্দার ১৫ মামলা

০৭ নভেম্বর ২০১৯, প্রথম আলো

অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানের নামে ভূয়া ঋণপত্র তৈরি করে জালিয়াতির মাধ্যমে পণ্য আমদানির নামে প্রায় ৮৭০ কোটি ৮৬ লাখ টাকা পাচারের অভিযোগে ১৫টি মামলা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর রাজধানীর পল্টন থানায় এসব মামলা করেছে ।

জয়পুরহাটে থেমে নেই কিডনি বিক্রির প্রবণতা

০৯ নভেম্বর ২০১৯, প্রথম আলো

জয়পুরহাটের কালাইয়ে কিডনি কেনাবেচার ঘটনায় বেশ কিছু মামলা হয়। কয়েকজন মধ্যস্বত্বভোগীকে (দালাল) গ্রেপ্তারও করা হয়। পাশাপাশি কিডনি বিক্রি বন্ধে সচেতনতামূলক সভা-সমাবেশ ও লিফলেটও বিতরণ করা হয়। এরপরও থেমে নেই কিডনি বিক্রির প্রবণতা। এবার কিডনি বিক্রির অভিযোগে এক দম্পতিকে গ্রেপ্তার করেছে কালাই থানা-পুলিশ।

গত বুধবার রাতে উপজেলা উলিপুর গ্রাম থেকে খাজামুদ্দিন (৪০) ও তাঁর স্ত্রী নাজমা বেগমকে (৩৫) গ্রেপ্তার করে। এক বছর আগে নাজমা তাঁর কিডনি বিক্রি করেন। এতে মধ্যস্বত্বভোগী ছিলেন তাঁর স্বামী খাজামুদ্দিন। কালাই উপজেলার ২০-২৫টি গ্রামের অর্ধশতাধিক ব্যক্তি নতুন করে কিডনি বিক্রি করেছেন বলে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে। তবে এর কোনো সুনির্দিষ্ট হিসাব নেই। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কিডনি বিক্রির সঠিক হিসাব জানলেও কালাইয়ে কিডনি বিক্রির প্রবণতা থেমে নেই।

প্রবাসী আয়ে ঘুরছে অর্থনীতির চাকা

০৯ নভেম্বর ২০১৯, প্রথম আলো

গত ১৪ বছরে টাঙ্গাইল জেলা থেকে চাকরি নিয়ে বিদেশ গেছেন ৪ লাখের বেশি মানুষ, যা দেশের ৬৪ জেলার মধ্যে চতুর্থ সর্বোচ্চ। বর্তমানে টাঙ্গাইল জেলার অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি এই প্রবাসীদের
পাঠানো আয়। প্রবাসীদের পরিবারে দারিদ্র্য কমেছে, এসেছে সচ্ছলতা। তাদের আয় ও সঞ্চয় বাড়ার কারণে গ্রামীণ জনপদে বিনিয়োগও বাড়ছে।

টাঙ্গাইলের অধিকাংশ পরিবারের কমপক্ষে একজন, কোনো পরিবারের পাচ থেকে ছয়জন উপার্জনকারী ব্যক্তি প্রবাসে থাকেন। অনেকে প্রবাস থেকে ফিরে নিজস্ব পুঁজিতে গ্রামে ও শহরে ব্যবসা শুরু করেছেন। গ্রামীণ বাজারগুলোতে গড়ে ওঠা দোকানের অধিকাংশই প্রবাসী ও তাদের পরিবারের।

রেলে ৫৪ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প, নজর নেই মানবসম্পদ উন্নয়নে

নভেম্বর ১৪, ২০১৯, ডেইলিস্টার অনলাইন বাংলা

বাংলাদেশ রেলওয়ের অবকাঠামো উন্নয়নে বিপুল ব্যয় করা হলেও এই খাতের জনবল সংকটের ব্যাপারে খুব সামান্যই উদ্যোগী হয়েছে সরকার। ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে রেলওয়ের ৩৬টি উন্নয়ন প্রকল্পে ৫৪ হাজার ৮১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। অবকাঠামো উন্নয়নে এই বিপুল অর্থ ব্যয় করা হলেও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ দেওয়া না হলে যাত্রীসেবার মান বাড়ানো সম্ভব নয়।

অপুষ্টিতে খর্বকায় চা বাগানের ৪৫% শিশু

২২ নভেম্বর ২০১৯ বণিক বার্তা

স্বল্প মজুরি, ন্যূনতম স্বাস্থ্যসেবার অভাব ও মাতৃত্বকালীন সেবার অপ্রতুলতায় পুষ্টিহীনতায় ভুগছে চা শ্রমিক পরিবারের সদস্যরা। এর প্রভাব বেশি পড়ছে শিশুদের ওপর। খর্ব ও শীর্ণকায় হয়ে বেড়ে উঠছে তারা।...

অপুষ্টির কারণে শুধু খর্বকায় নয়, শীর্ণকায় ও স্বল্প ওজন নিয়েও বেড়ে উঠছে চা বাগানের শিশুরা। ইউনিসেফের জরিপ বলছে, চা বাগানের ২৭ শতাংশ শিশু শীর্ণকায়। আর স্বল্প ওজনের ৪৭ দশমিক ৫ শতাংশ শিশু। যদিও বিবিএস ও ইউনিসেফের সর্বশেষ জরিপে জাতীয়ভাবে শীর্ণকায় শিশুর হার ৯ দশমিক ৮ ও স্বল্প ওজনের ২২ দশমিক ৬ শতাংশ।

ঋণের চক্রে কৃষকের হাঁসফাঁস, অনেকে আছেন 'বন্ধকি শ্রমে'

২৩ নভেম্বর ২০১৯, প্রথম আলো

তিন বছর আগে বোরো মৌসুমে আগাম বন্যায় কিশোরগঞ্জের হাওর এলাকার ফসল বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরের দুই বছর ফলন ভালো হলেও ধানের ন্যায্যমূল্য পাননি কৃষক। তাঁরা এলাকার মহাজন, বিভিন্ন ব্যাংক ও এনজিও থেকে একের পর এক ঋণ নিয়েছেন। সেই ঋণের জাল থেকে বের হতে পারেননি হাওরবেষ্টিত উপজেলা ইটনা, মিঠামইন, অষ্টগ্রাম, নিকলী ও করিমগঞ্জের কৃষক।

ঋণগ্রস্ত কেউ নিজে, কেউ সন্তানকে ঋণদাতা মহাজনের কাছে 'বন্ধ' রেখেছেন। তাঁরা ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত অনেকটা শ্রমদাসের মতো মহাজনের ইচ্ছা অনুযায়ী শ্রম দেন। আবার অনেকে অভাবে পড়ে অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে বন্ধ (বন্ধকি শ্রমিক) হন নির্দিষ্ট টাকা ও ধানের বিনিময়ে।

চিনিকল বেসরকারীকরণের সুপারিশ

২৬ নভেম্বর ২০১৯, প্রথম আলো

চিনিকলগুলো অলাভজনক হওয়ায় এগুলো বেসরকারীকরণের সুপারিশ করেছে কৃষি মন্ত্রণালয়সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি। পাশাপাশি দু-একটি চিনিকলকে লাভজনক করতে পাইলট প্রকল্প নেওয়ারও সুপারিশ করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত সংসদীয় কমিটির বৈঠকে এই সুপারিশ করা হয় বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশনের (বিএসএফআইসি) নিয়ন্ত্রণে ১৫টি চিনিকল আছে। এর মধ্যে ১৪টিই চলছে লোকসানে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে চিনিকলগুলোয় নিট লোকসান হয়েছে ৮৩৪ কোটি ৩৫ লাখ টাকা।

হাওর গিলে খাচ্ছে প্রভাবশালীরা

২৭ নভেম্বর ২০১৯, সমকাল

সুনামগঞ্জের তাহিরপুরের উমেদপুর গ্রামে ২৫০ একরের বিশাল জলাশয় বাঁধ দিয়ে ঘিরে রেখেছেন দক্ষিণ শ্রীপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহীনুর আলম। দেবোত্তর সম্পত্তির নামে জলমহালটি ইজারা দেওয়া হলেও পরে তিনি তা আড়াই লাখ টাকায় ভোগদখল করছেন।

সুমামগঞ্জসহ বিস্তীর্ণ হাওর অঞ্চলের জলমহালগুলো এভাবেই মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির ব্যানারে প্রভাবশালীরা দখলে নিয়ে জেলেদের মাছ ধরার অধিকার থেকে বঞ্চিত করছেন। ইজারা দেওয়া জলমহালের সীমানা যথাযথভাবে চিহ্নিত না হওয়ায় জেলেরা তাদের বাড়ির সামনেও জাল ফেলতে পারেন না।

অন্নের জন্য কৃষকের অন্যত্র যাত্রা

২৮ নভেম্বর ২০১৯,সমকাল

এনজিও থেকে ৩০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে পাঁচ বিঘা জমিতে ধান চাষ করেছিলেন সুনামগঞ্জের মধ্যনগরের কৃষক মোমিনুল হক। এর মাধ্যমে ২০১৭ সালের বন্যায় ফসলহানির পর নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। সেই স্বপ্ন এখন কচুরিপানার মতোই ভাসছে। গত দুই বছর ধান বিক্রি করে যে টাকা পেয়েছেন, তাতে ঋণই শোধ করতে পারেননি মোমিনুল। অভাবের তাড়নায় বাধ্য হয়ে স্ত্রী হনুফা বেগমকে নিয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে সাভারে গার্মেন্টে চাকরি নিয়েছেন।

মোমিনুল হকের মতোই ধানের দাম নিয়ে হতাশা এখন হাওরজুড়ে। এনজিওর ঋণ কৃষকের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে চাষাবাদ ছেড়ে ধানের দেশের কৃষকরা অন্নের জন্য পাড়ি দিচ্ছেন অন্যত্র।

বিশেষ ছাড়ের পরও বাড়ল খেলাপি ঋণ

২৮ নভেম্বর ২০১৯, সমকাল

ঋণখেলাপিদের বিভিন্ন সুবিধা দিয়ে খেলাপি ঋণ কমাতে চাইছে সরকার। ব্যাপক ছাড় দিয়ে ঋণ পুনঃতফসিলের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তবে কোনোভাবেই যেন লাগাম টানা যাচ্ছে না খেলাপি ঋণে। ছয় বছর পর খেলাপি ঋণ আবার ১২ শতাংশ ছাড়িয়েছে। গত সেপ্টেম্বর শেষে ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ এক লাখ ১৬ হাজার ৫৮৮ কোটি টাকা হয়েছে। গত ডিসেম্বরের তুলনায় যা ২২ হাজার ৬৭৭ কোটি টাকা বেশি। আর তিন মাস আগের তুলনায় বেড়েছে ৪ হাজার ১৬৩ কোটি টাকা।

হাওরের কান্না: বাড়ছে দারিদ্র্য, হারিয়ে যাচ্ছে চিরায়ত রূপ

০১ ডিসেম্বর ২০১৯, সমকাল

২০১৬ সালে 'গানপুর' নামে একটি লোকগানের দল প্রতিষ্ঠা করেন তাহিরপুরের স্থানীয় শিল্পী রূপম আকঞ্জী। তাদের বেশকিছু মৌলিক গানও রয়েছে। শুরুর দিকে পাড়ায় পাড়ায় গান পরিবেশন করলেও এখন তা নেই বললেই চলে।

বর্তমানে পর্যটক ও এনজিওর কিছু অনুষ্ঠানের ওপর নির্ভর করে তারা কোনো রকমে টিকে আছেন। স্থানীয় মানুষের এখন গানের আসর জমানোর সামর্থ্য নেই জানিয়ে রূপম বলেন, 'এক সময় সোনালি ফসলের উৎসবে ভরে উঠত পুরো গ্রাম। বন্যায় ফসলহানি ও ধানের দাম না পেয়ে কৃষকের মনে এখন শুধুই দীর্ঘশ্বাস। ইজারাদারদের কারণে মাছও ধরতে পারে না জেলেরা। মানুষের পেটে ভাত না থাকলে গান শুনবে কী করে? সবদিকেই সমস্যা। তাই গান এখন কাউকে টানে না।'..

স্থানীয়রা জানান, বারবার ফসলহানি, ধানের দাম না পাওয়া, দুর্নীতি, কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতার অভাব, জলমহাল প্রভাবশালীদের দখলে থাকাসহ নানা বৈষম্যের কারণে হাওরে দারিদ্র্য বাড়ছে। আর কাজের সন্ধানে মানুষ ছুটছে শহরে। ফলে হাওরে দেখা দিচ্ছে শ্রমিক সংকট। তাহিরপুরের কৃষক সৈয়দ হক বলেন, 'হাওর এলাকায় বিকল্প কর্মসংস্থান না থাকায় অন্য জায়গায় শ্রমিকরা কাজ করতে যায়। দুই-এক মাসের জন্য স্থায়ী কাজ বাদ দিয়ে ধান কাটতে আসতে চায় না তারা।'

সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স স্টাডিজের গত বছরের এক গবেষণায় হাওরের পরিবেশ ও মানবিক বিপর্যয়ের চিত্র উঠে এসেছে। তারা জানিয়েছে, হাওরে এখন ৩০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে, যা জাতীয় হারের চেয়ে বেশি। ২৬ শতাংশ কৃষক এখন হাওরের ৬৫ শতাংশ জমির মালিক। বাকি ৭৪ শতাংশ কৃষক বর্ষা মৌসুমে বেকার হয়ে পড়ে। এ হার বাড়তে থাকায় হাওরের কৃষক পেশা পরিবর্তনে বাধ্য হচ্ছে।

ব্র্যাকের এক গবেষণায় বলা হয়, দেশের অন্য অঞ্চলে খর্বকায় শিশুর সংখ্যা ৩০ দশমিক ৯ শতাংশ হলেও হাওর এলাকায় এই হার ৪৬ দশমিক ৬ শতাংশ। হাওরে কম ওজনের শিশুর হার ৪৪ দশমিক ৫ শতাংশ। দরিদ্র পরিবারে খাদ্য সংকটের কারণে পুষ্টিহীনতার শিকার হচ্ছে শিশু।

দেশের অর্থনীতির প্রায় সব সূচক নিম্নমুখী

০৬ ডিসেম্বর ২০১৯, প্রথম আলো

একটি বাদে অর্থনীতির প্রায় সব সূচক এখন নিম্নমুখী। রপ্তানি আয়ে কোনো প্রবৃদ্ধিই নেই, আমদানিতেও একই অবস্থা। রাজস্ব আয়ে বড় ঘাটতি। দীর্ঘ প্রস্তুতি নিয়ে নতুন আইন করার পরেও ভ্যাট আদায় মোটেই বাড়েনি।

একমাত্র স্বস্তির সূচক প্রবাসী আয়। এ ছাড়া অর্থনীতির আর কোনো সূচকেই ভালো নেই দেশের অর্থনীতি। আরও খারাপ খবর হচ্ছে, আয় কম থাকায় সরকারের ঋণ করার প্রবণতা বাড়ছে। বেসরকারি বিনিয়োগ বহু বছর ধরেই স্থবির। চলতি অর্থবছরে পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে। ব্যাংক থেকে বেসরকারি খাতের ঋণ নেওয়া অনেক কমে গেছে। এর প্রভাব হচ্ছে, পুঁজি যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানির জন্য ঋণপত্র খোলা হয়েছে কম, নিষ্পত্তিও কম; বরং ভালো অবস্থায় আছেন কেবল ঋণখেলাপিরা। সুযোগ-সুবিধা পেয়েই যাচ্ছেন, কিন্তু বিনিয়োগে এর প্রভাব নেই। অন্যদিকে শেয়ারবাজার তো দীর্ঘদিন ধরেই পতনের ধারায়।

পোশাক খাতের জন্য বাণিজ্যমন্ত্রীর তদবির

০৬ ডিসেম্বর ২০১৯, প্রথম আলো

পোশাক খাতের রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি নিয়ে শঙ্কায় রয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি। তিনি নিজেও পোশাক খাতের ব্যবসায়ী। চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসের রপ্তানি আয়ের চিত্র পর্যালোচনা করে বাণিজ্যমন্ত্রী এক চিঠিতে অর্থমন্ত্রীকে জানিয়েছেন, চলতি অর্থবছর শেষে আয়ের প্রবৃদ্ধি গত অর্থবছরের চেয়েও কমতে পারে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় তাই অর্থমন্ত্রীকে পাশে চান তিনি এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে অর্থমন্ত্রীর ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী গত ২৮ নভেম্বর অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালকে এসব কথা জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিতে বাণিজ্যমন্ত্রী পোশাক খাতের এই পরিস্থিতির জন্য ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশি মুদ্রার শক্তিশালী অবস্থানকে দায়ী করেন। এ জন্য তিনি শুধু পোশাক খাতের জন্য ডলারের বিপরীতে পাঁচ টাকা অবমূল্যায়নের সুপারিশ করেছেন। সেটিকে বিবেচনায় নিলে শুধু পোশাক খাতের জন্য প্রতি ডলারের বিনিময় মূল্য দাঁড়াবে ৯০ টাকার কাছাকাছি। এ ছাড়া পরিস্থিতি মোকাবিলায় পোশাক খাতের জন্য একটি কর্মসূচি হাতে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন তিনি।

২ কোটি ১০ লাখ মানুষ পুষ্টিকর খাবার কিনতে পারে না

০৬ ডিসেম্বর ২০১৯, প্রথম আলো

দেশের প্রতি আটজনের মধ্যে একজনের, অর্থাৎ ২ কোটি ১০ লাখের বেশি মানুষের পুষ্টিকর খাবার কেনার সামর্থ্য নেই। আর সুষম খাবার কেনার সামর্থ্য নেই দেশের অর্ধেকের বেশি মানুষের। এ কারণে তারা ভাত, রুটি ও কম পুষ্টিকর খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল।

বাংলাদেশের খাদ্যঘাটতি পূরণ শীর্ষক প্রতিবেদনে এই চিত্র উঠে এসেছে। বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) যৌথভাবে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে।

তিন বেলা খেতে পারে না কুড়িগ্রামের ৩০% পরিবার

৭ ডিসেম্বর ২০১৯, বণিক বার্তা

জেলার ৭০ দশমিক ৮ শতাংশ পরিবার এখনো দরিদ্র। গত ছয় বছরে জেলাটিতে দারিদ্র্য বেড়েছে প্রায় ৭ দশমিক ১০ শতাংশ। জেলার সবচেয়ে দরিদ্র ১০ শতাংশ মানুষের আয় এখানকার মোট আয়ের মাত্র ২ শতাংশ। আবার গত ১০ বছরে আয়ের কোনো পরিবর্তন হয়নি প্রায় ৩৫ শতাংশ পরিবারের। অনেক ক্ষেত্রে মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে গিয়েই হিমশিম খাচ্ছেন জেলার স্থানীয় বাসিন্দারা। জেলার মোট পরিবারের মধ্যে প্রায় ৩০ শতাংশই নিয়মিতভাবে তিন বেলা খেতে পায় না। আবার মাঝেমধ্যে খাদ্য ঘাটতিতে থাকা পরিবারের হার ৩৯ দশমিক ৩ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫ দশমিক ৭ শতাংশে।

প্রথম শ্রেণি পেয়েও বেকার ৩৪%

০৮ ডিসেম্বর ২০১৯, প্রথম আলো

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণি পেলেও দেশে ভালো চাকরির নিশ্চয়তা নেই। উচ্চশিক্ষায় দুর্দান্ত ফল অর্জনকারীদের মধ্যে ২৮ থেকে সাড়ে ৩৪ শতাংশ বেকার। আবার যাঁরা চাকরি পান, তাঁদের ৭৫ শতাংশেরই বেতন ৪০ হাজার টাকার কম।

উচ্চশিক্ষিত মেধাবীদের চাকরি, বেতন ও বেকারত্বের এই হতাশাজনক চিত্র উঠে এসেছে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) এক গবেষণায়।

ব্যবসায় ভাটার টান, কমেছে বিক্রি

০৮ ডিসেম্বর ২০১৯, প্রথম আলো

দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে এত দিন যে সুসময় ছিল, তা হঠাৎ করে যেন অনেকটা উধাও হয়ে গেছে। অভ্যন্তরীণ বাজারভিত্তিক বিভিন্ন খাত ও বড় করপোরেট প্রতিষ্ঠান বলছে, তারা পণ্য বিক্রিতে ভাটার টান দেখছে, যা সাম্প্রতিক কালে নজিরবিহীন।

বিক্রি যে কমছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় পুঁজিবাজারে নিবন্ধিত সিমেন্ট, ইস্পাত, জুতা ও চামড়াজাত পণ্য, নিত্যব্যবহার্য এবং ভোগ্যপণ্য খাতের ১৭টি নেতৃস্থানীয় কোম্পানির তথ্যে। কোম্পানিগুলোর গত জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর প্রান্তিকের প্রতিবেদন ঘেঁটে দেখা যায়, আলোচ্য সময়ে ১০টি পণ্য বিক্রি কমেছে। তিনটির প্রবৃদ্ধি আছে, তবে খুবই নগণ্য। অবশ্য চারটি ভালো করেছে।

পুঁজিবাজারে নিবন্ধিত নয় অথবা ঘোষিত হালনাগাদ তথ্য নেই এমন নেতৃস্থানীয় আরও ১০টি কোম্পানির শীর্ষ কর্মকর্তারা প্রথম আলোকে বলেছেন, অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা কোনো প্রবৃদ্ধি দেখতে পাচ্ছেন না। থাকলেও সেটা স্বাভাবিক প্রবণতার চেয়ে কম।

ঢাকার ৭১ শতাংশ মানুষ বিষন্নতায় ভুগছে, ৬৮ শতাংশ মানুষ শারীরিক সমস্যায় আক্রান্ত: বিআইডিএস

০২ ডিসেম্বর ২০১৯, প্রথম আলো

রাজধানী ঢাকার বাসিন্দাদের মধ্যে আয়ের বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করেছে। ধনী-গরিবের আয়ের এই বিপুল বৈষম্য প্রভাব ফেলছে রাজধানীবাসীর শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার ওপর। রাজধানীর ৭১ শতাংশ মানুষ বিষণ্নতায় ভুগছে। আর ৬৮ শতাংশ মানুষ কোনো না কোনো শারীরিক সমস্যায় আক্রান্ত।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) বার্ষিক গবেষণা সম্মেলন-২০২০-এর সমাপনী অধিবেশনে আজ সোমবার এসব তথ্য তুলে ধরেন গবেষণাটির প্রধান গবেষক জুলফিকার আলী। অনুষ্ঠানে উপস্থাপিত আরেকটি গবেষণায় বলা হয়, ঢাকা শহরের মানুষের মৃত্যুর অন্যতম বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বায়ুদূষণ।

গবেষণায় বলা হয়েছে, চলতি বছরের জুন-জুলাই মাসে ঢাকা শহরের ১২ হাজার ৪৬৮ মানুষের ওপর একটি সমীক্ষা চালানো হয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে, ঢাকার ১০ শতাংশ ধনী মানুষের আয় পুরো শহরের বাসিন্দাদের মোট আয়ের ৪৪ শতাংশ। আর সবচেয়ে গরিব ১০ শতাংশ মানুষের আয় মোট আয়ের ১ শতাংশের কম। রাজধানীর সাড়ে ৩ শতাংশ মানুষ এখনো তিন বেলা খেতে পায় না বলেও উঠে এসেছে গবেষণায়।

৮ বছরে তাঁর পকেটে ১২৮৩ কোটি, সঙ্গে খেলাপি ঋণ ৫০০ কোটি

১৮ ডিসেম্বর ২০১৯, প্রথম আলো

ব্যাংক, বিমা, সিকিউরিটিজ প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরও অনেক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা এম এ খালেক। চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন পদে দায়িত্বেও ছিলেন দীর্ঘ সময়। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে এসব প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন কৌশলে বের করে নিয়েছেন প্রায় ১ হাজার ৩০০ কোটি টাকা। ফলে বিপদে পড়েছে এসব প্রতিষ্ঠান।

এ ছাড়া আরও ৫০০ কোটি টাকা ঋণ হিসাবে এম এ খালেক নিয়েছেন তিনটি বেসরকারি ব্যাংক থেকে। সেটাও এখন খেলাপি হয়ে পড়েছে।

এলাকায় গেলে মানুষ গালি দেয়, গাড়ির গাস নামাতে পারি নাঃ অর্থমন্ত্রী

১৯ ডিসেম্বর, ২০১৯, ইত্তেফাক

আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর শেরেবাংলা নগরস্থ এনইসি মিলনায়তনে সড়ক ও জনপথ অধিদফতরে আয়োজিত 'মহাসড়কের লাইফ টাইম চ্যালেঞ্জ ও করণীয়' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। তিনি বলেন, রাস্তার অবস্থা এতো খারাপ যে এলাকায় গেলে মানুষ গাল দেয়, গাড়ির গাস নামাতে পারি না। প্রধানমন্ত্রী হাজার বার বলার পরেও সড়কের কাজ ঠিক হয় না। প্রতি বছর সড়কের জন্য ২৫/৩০ হাজার কোটি টাকা বাজেটে দিচ্ছি। এর পরেও সড়ক ভালো হয় না। এত রাস্তার প্রকল্প নেয়া হচ্ছে কেনো?

ব্যাংকিং খাতের জন্য বড় ছাড় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের

ডিসেম্বর ২৫, ২০১৯, বণিক বার্তা

দেশের সব ব্যাংকের এডিআর সীমা আরো ১ শতাংশ বাড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর ফলে প্রচলিত ধারার ব্যাংকগুলো আমানতের সর্বোচ্চ ৮৬ ও ইসলামী ধারার ব্যাংকগুলো ৯১ শতাংশ অর্থ বিনিয়োগ করতে পারবে।

এডিআর সীমা বাড়ানো ছাড়াও ঋণের সুদহার কমাতে দেশের ব্যাংকগুলোকে বড় ধরনের ছাড় দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছাড় পেয়েছে বেসরকারি খাতের ব্যাংকগুলো। এখন থেকে সরকারি আমানতের ৫০ শতাংশ অর্থ বাধ্যতামূলকভাবে বেসরকারি ব্যাংকে রাখতে হবে। কর্মীদের গ্র্যাচুইটি ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের (ভবিষ্য তহবিল) অর্থ ছাড়া অন্য যে কোনো টাকা মেয়াদি আমানত (এফডিআর) হিসেবে রাখতে পারবে না সরকারি প্রতিষ্ঠান। এভাবেই সরকারি আমানতের অর্থ প্রায় বিনা সুদে ব্যাংকগুলোতে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

পানির বৈষম্য শহরে-গ্রামে, ধনী-গরিবে

৩০ ডিসেম্বর ২০১৯, প্রথম আলো

শুকনো মৌসুম এলেই আতেইমা মারমার (৪৭) চিন্তা বেড়ে যায়। এ চিন্তা পানি নিয়ে। স্বামী আর চার সন্তান নিয়ে সংসার এ পাহাড়ি নারীর। তাঁর বাড়ি খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার মরাটিলা গ্রামে। পাহাড়ি এ গ্রামটির অবস্থান উপজেলা সদর থেকে সাত কিলোমিটার দূরে। শীতের এই সময়ে পানির চাহিদা কম থাকলেও পানির প্রধান উৎস ছড়াগুলো এ সময়টায় শুকাতে শুরু করে।

দেশের পাহাড় বা উপকূলের মতো দুর্গম অঞ্চলগুলোর মানুষকে সুপেয় পানির জন্য আতাইমার মতো কষ্ট করতে হয়। পানির জন্য এসব মানুষকে যে সময় বা অর্থ ব্যয় করতে হয়, তা ঢাকা বা অন্যান্য শহরবাসী মানুষের চেয়ে কয়েক শ গুণ বেশি।

আতাইমা মারমা পানি নিয়ে দিনে অন্ত দেড় ঘণ্টা সময় ব্যয় করেন। এখন বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জেও একজন দিনমজুরের মজুরি দিনে ৪০০ টাকার মতো। আট ঘণ্টা দিনমজুরি করলে ৪০০ টাকা যদি পাওয়া যায়, তবে প্রতি ঘণ্টায় তার সুযোগ পরি ব্যয় ৫০ টাকা। আর দেড় ঘণ্টায় ৭৫ টাকা। তিনবারে আতাইমা ৩০ লিটার পানি আনেন বলে জানান। অর্থাৎ, ৩০ লিটার পানির জন্য পাহাড়ি এই নারীর ব্যয় ৭৫ টাকা।

ঢাকা ওয়াসা এলাকায় থাকা একটি পরিবারকে এক হাজার লিটার পানির জন্য ১১ টাকা ৫৭ পয়সা দিতে হয়। আতাইমার মতো দূর পাহাড়ের আর্থিকভাবে নিম্ন আয়ের মানুষকে ৩০ লিটার পানির জন্য দিতে হয় ৭৫ টাকা।

উপকূলীয় জেলা সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলা সদরে থাকেন রণজিৎ মণ্ডল। পেশায় শিক্ষক রণজিৎকে প্রতি সপ্তাহে ১৫০ লিটার পানি সরবরাহ করেন এক ব্যক্তি। কালীগঞ্জ উপজেলা থেকে পানি এনে রণজিৎকে দেন ওই ব্যক্তি। এ পানি দিয়ে রণজিতের পাঁচ সদস্যের পরিবারে মোটামুটি পুরো সপ্তাহের খাওয়ার পানির চাহিদা মেটে। এ জন্য রণজিতের পরিবারকে ব্যয় করতে হয় ১৩০ টাকা। খোদ রাজধানীর মধ্যেও এই বৈষম্য আছে।

গ্রাহকদের কাছে কম দামে খাওয়ার পানি বিক্রি করতে পানির পাম্প হাউসের পাশে এটিএম বুথ বসিয়েছে ঢাকা ওয়াসা। ওয়াসা সূত্র জানায়, বস্তিবাসী, সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তি- যাঁদের বৈধ সংযোগ নেই, এমনকি পথচারীদের নিরাপদ পানি দিতে মূলত এটিএম সেবা চালু করা হয়। প্রতি লিটারের দাম ৪০ পয়সা।

আফতাব ওপেল বলেন, 'ওয়াসা বলছে, দরিদ্র মানুষকে বিশুদ্ধ পানি খাওয়াতেই তাদের এই উদ্যোগ। কিন্তু এর দাম ৪০ পয়সা কেন। যেখানে হাজার লিটার পানির দাম সাড়ে ১১টাকা, সেখানে এই দামও নিঃসন্দেহে একটি বৈষম্য।'

গবেষণায় দেখা গেছে, পানি ও স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে সরকারি বরাদ্দও কেন্দ্রমুখী। আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়াটার এইড, ইউনিসেফ ও পিপিআরসির এক গবেষণায় দেখা গেছে, দেশে পানি ও স্যানিটেশন খাতে বরাদ্দের ৬০ ভাগের বেশি চলে যায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী নগরের চার ওয়াসায়। ছোট শহর ও গ্রামে থাকা মোট জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ মানুষের জন্য বরাদ্দ ২০ ভাগেরও কম। অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে আবার রাজনৈতিক বিবেচনাও প্রাধান্য পায়।

চলতি বছরের মার্চ মাসে প্রকাশিত এই গবেষণায় দেখা গেছে, গত তিন অর্থবছরে চার ওয়াসা ১০ হাজার কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ পেয়েছে। এটি পানি ও স্যানিটেশন খাতে দেশের মোট বরাদ্দের ৬৬ শতাংশের বেশি। এই সময়ে বাকি মেট্রোপলিটন শহরগুলো পেয়েছে ২ হাজার ৭০০ কোটি টাকা। দেশের অবশিষ্ট পৌরসভা ও গ্রামের জন্য বরাদ্দ ছিল ২ হাজার ৩০০ কোটি টাকার বেশি।

কাঙ্ক্ষিত দাম নেই, জমিতেই পড়ে থাকছে ধান

২ জানুয়ারি, ২০২০, কালের কণ্ঠ

যশোরের শার্শায় চাষিদের মধ্যে আমন ধান ঘরে তুলতে চরম অনীহা দেখা যাচ্ছে। হতাশায় আগামী ইরি-বোরো মৌসুমে ধান চাষে আগ্রহ হারিয়ে চরম শঙ্কায় রয়েছে কৃষক। বাজারে চালের দাম বেশি থাকায় ও ধান বিক্রিতে কাঙ্ক্ষিত দাম না পাওয়ায় অনেক কৃষকই এখনও জমিতেই ফেলে রেখেছে তাদের কষ্টার্জিত ফসল।

১০ পাটকল পিপিপিতে চালানোর প্রস্তাব!

৭ জানুয়ারি, ২০২০, কালের কণ্ঠ

বিজেএমসি একসময় ৭৭টি কারখানা চালাত। বেসরকারি নীতির কারণে এক এক করে ছেড়ে দেওয়ায় এখন কারখানার সংখ্যা ২২টিতে এসে ঠেকেছে। তবে প্রতিটি কারখানাই লোকসান গুনছে। কারখানাগুলোয় উৎপাদিত পণ্য বিক্রি হয় না। শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন বন্ধ থাকে। একসময় শ্রমিকরা ধর্মঘট করেন।

সরকার আবারও টাকা বরাদ্দ দেয়। এই ঘূর্ণাবর্ত থেকে বেরোনোর উপায় হিসেবে কারখানাগুলো সরকারি-বেসরকারি যৌথ মালিকানায় (পিপিপি) চালানো কিংবা বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে সক্রিয় চিন্তাভাবনা চলছে। বিজেএমসি খুলনা জোনের চারটিসহ দশটি কারখানা পিপিপিতে চালানোর প্রস্তাব করা হয়েছে বলে একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।

প্রকৃতপক্ষে জুটমিল পিপিপি বা বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা শুরু হয় গত বছরের এপ্রিলে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ১ এপ্রিলের এক চিঠিতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়। ওই চিঠিতে সমাধান হিসেবে 'পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন, বেসরকারি বিনিয়োগ অথবা যৌথভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন' বলে প্রধানমন্ত্রী মতামত দিয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়। তখন থেকেই বিষয়টি নিয়ে প্রস্তাব, পাল্টা প্রস্তাব, আলাপ-আলোচনা চলছে। এরই মধ্যে স্থানীয় একজন জনপ্রতিনিধি, একজন জনপ্রতিনিধির নিকটতম স্বজন এবং একটি শিল্প গ্রুপ মিল ক্রয়ের বিষয়ে আগ্রহও প্রকাশ করেছে।

৩৫০০ কোটি টাকা নিয়ে চম্পট

১২ জানুয়ারি ২০২০, প্রথম আলো

২০১৪ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগে ও পরে কমপক্ষে চারটি ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (এনবিএফআই) মালিকানায় অস্বাভাবিক পরিবর্তন আসে। সেই চার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা এখন চরম খারাপ। একটি বিলুপ্তের পথে, বাকি তিনটিও গ্রাহকদের টাকা ফেরত দিতে পারছে না।

নানা কৌশল করে এসব প্রতিষ্ঠান দখল করেছেন মূলত একজন ব্যক্তি। প্রতিষ্ঠান দখল করার জন্য নামে-বেনামে অসংখ্য কোম্পানি খুলেছেন, শেয়ারবাজার থেকে বিপুল পরিমাণ শেয়ার কিনেছেন, দখল করা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণের নামে টাকাও সরিয়েছেন। এমনকি দেশের বাইরেও কোম্পানি খুলেছেন।

আর এই ব্যক্তি হলেন প্রশান্ত কুমার (পি কে) হালদার। প্রতিষ্ঠানগুলো দখলের সময় পি কে হালদার প্রথমে রিলায়েন্স ফাইন্যান্স এবং পরে এনআরবি গোবাল ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ছিলেন। আর এসব কাজে তাঁকে সব ধরনের সমর্থন ও সহায়তা দিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের একাধিক কর্মকর্তা। মূলত বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন- এই দুই নিয়ন্ত্রক সংস্থার চোখের সামনেই সবকিছু ঘটেছে।

এখন পি কে হালদার পলাতক। আর আমানতকারীরা দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন টাকা ফেরত পাওয়ার আশায়। প্রায় ২৭৫ কোটি টাকা অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে ৮ জানুয়ারি পি কে হালদারের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

এত দিন ধরে বহাল তবিয়তে থাকলেও পি কে হালদারের নাম সামনে আসে ক্যাসিনোবিরোধী সাম্প্রতিক শুদ্ধি অভিযানের সময়। এ সময় দুদক যে ৪৩ জনের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করে, তাঁদের মধ্যে পি কে হালদার একজন। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গত ১৪ নভেম্বর হাজির হতে নির্দেশ দিয়েছিল দুদক। তার আগে ৩ অক্টোবর তাঁর বিদেশযাত্রায়ও নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি ঠিকই দেশ থেকে পালিয়ে গেছেন। বেশির ভাগ অর্থও সরিয়ে ফেলা হয়েছে। দুদকের অনুরোধে বাংলাদেশ ব্যাংকের ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) পি কে হালদারের অর্থ লেনদেন নিয়ে এক বিশেষ প্রতিবেদন তৈরি করে। তাতেও তাঁর ব্যাপক অনিয়ম ও জালিয়াতির চিত্র উঠে এসেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, পি কে হালদার ও তাঁর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে জমা হয় প্রায় ১ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে তিনটি প্রতিষ্ঠানের হিসেবে ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা, পি কে হালদারের হিসাবে ২৪০ কোটি টাকা এবং তাঁর মা লীলাবতী হালদারের হিসাবে জমা হয় ১৬০ কোটি টাকা। তবে এসব হিসাবে এখন জমা আছে মাত্র ১০ কোটি টাকার কম। অন্যদিকে পি কে হালদার এক ইন্টারন্যাশনাল লিজিং থেকেই ২ হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ বের করে নিয়েছেন।

৩০০ কোটি টাকা মেরে কানাডায়

১৪ জানুয়ারি, ২০২০, দেশ রুপান্তর

রাষ্ট্রায়ত্ত মালিকানাধীন বেসিক ব্যাংকের ৩০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করে কানাডায় 'আত্মগোপন' করে আছেন স্ক্র্যাপ (জাহাজ ভাঙা) ব্যবসায়ী গাজী বেলায়েত হোসেন মিঠু ওরফে জি বি হোসেন। তিনি ব্যাংকটির সাবেক চেয়ারম্যান আবদুল হাই বাচ্চুর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। আলোচিত এ 'শিল্পপতি' দুটি পাসপোর্টের অধিকারী। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) প্রথমে তার বাংলাদেশি পাসপোর্ট দিয়ে বিদেশে আসা-যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা দেয়। কিন্তু তিনি কানাডিয়ান পাসপোর্ট নিয়ে বাংলাদেশে আসেন। ওই অবস্থায় গত ১৮ এপ্রিল দুদকের সহকারী পরিচালক এ কে এম ফজলে হোসেন তার দুটি পাসপোর্ট নম্বর উল্লেখ করে বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দেন। তারপরও তিনি বিদেশে চলে যেতে সমর্থ হন।

২০১০ সালে ধসের পর সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় শেয়ারবাজার

১৪ জানুয়ারি ২০২০, প্রথম আলো

২০১০ সালে ধসের পর সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় ফিরেছে শেয়ারবাজার। এতে ঋণগ্রস্ত বেশির ভাগ বিনিয়োগকারীর পত্রকোষ বা পোর্টফোলিও জোরপূর্বক বিক্রি বা ফোর্সড সেলের আওতায় পড়েছে। কেবল গত এক বছরের ব্যবধানে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) বাজার মূলধন কমেছে প্রায় এক লাখ কোটি টাকা।

মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) যে প্রবৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক কর্মকা-ের যে চেহারা, তার সঙ্গে শেয়ারবাজারের কোনো মিল পাওয়া যাচ্ছে না। শেয়ারবাজার ভালো হবে, হচ্ছে- এমন প্রতিশ্রুতি শুনে লাখ লাখ বিনিয়োগকারী বাজারে বিনিয়োগ করে এখন প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছেন।

গত বছরের ১৩ জানুয়ারি ডিএসইর বাজার মূলধন ছিল ৪ লাখ ১৩ হাজার ৭২৮ কোটি টাকা। আর গতকাল সোমবার দিন শেষে তা নেমে এসেছে ৩ লাখ ১৯ হাজার ৭৬ কোটি টাকায়। তার মানে এক বছরে শেয়ারবাজারের প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায় ৯৫ হাজার কোটি টাকার বাজারমূল্য হারিয়েছে।

দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধিঃ পেঁয়াজ ও অন্যান্য

পেঁয়াজ নিয়ে হাহাকার, টিসিবির ট্রাকে লম্বা লাইন

০৩ নভেম্বর ২০১৯, জাগো নিউজ টুয়েন্টিফোরডটকম

পেঁয়াজের দাম নিয়ে হাহাকার বেড়েই চলছে। বাজারে পেঁয়াজের যে দাম তা নিম্ন আয়ের মানুষের নাগালের বাইরে। ফলে তুলনামূলক কম দামে পেঁয়াজ কিনতে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) বিভিন্ন পয়েন্টে ভিড় করছেন ক্রেতারা।

ওষুধের দাম বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে

০৯ নভেম্বর ২০১৯, সমকাল

ওষুধ উৎপাদনের কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক-কর ছাড়সহ নানা প্রণোদনা দেওয়া হলেও এর সুফল মিলছে না। এসব সুবিধা দেওয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য- ওষুধ উৎপাদনে খরচ কমানো এবং দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন।...

কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক ছাড়ের সুবিধা পাওয়া বেশিরভাগ ওষুধের গত পাঁচ বছরে দাম বেড়েছে ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ। কোনো ওষুধের দাম দ্বিগুণ হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচামালের দাম বেড়েছে এর চেয়ে অনেক কম হারে। ইনসুলিন উৎপাদন উৎসাহিত করতে সব উপকরণে আমদানিতে শূন্য শুল্ক করা হলেও এর দাম কমেনি, বরং বেড়েছে। বর্তমানে অত্যাবশ্যকীয় ও জীবনরক্ষাকারী ১১৭টি ছাড়া বাকি সব ওষুধের মূল্য নির্ধারণ করে দেশি ওষুধ কোম্পানিগুলো। ১৯৯৪ সাল থেকে এ নিয়ম চালু আছে। খ্যাতনামা ওষুধ বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান লাজ ফার্মার ব্যবস্থাপক আনোয়ার হোসেন বলেন, গত পাঁচ বছরে প্রায় প্রতিটি আইটেমের মূল্য ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ হারে বেড়েছে। আবারও কোনো কোনো ওষুধের মূল্য দ্বিগুণ হারে বেড়েছে।

পেঁয়াজের ডাবল সেঞ্চুরি

১৪ নভেম্বর ২০১৯, প্রথম আলো

এক লাফে ডাবল সেঞ্চুরির মুখ দেখল পেঁয়াজ। আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর

বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ প্রায় ৫০ থেকে ৬০ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ২০০ টাকা কেজি দরে। সকালেও কোনো কোনো বাজারে দাম ছিল ১৮০ টাকা। কোনো কোনো খুচরা বাজারে দাম ২২০ টাকা পর্যন্ত উঠেছে।

কর্ণফুলী নদীতে ফেলা হচ্ছে বস্তায় বস্তায় পচা পেঁয়াজ!

নভেম্বর ১৬, ২০১৯, ডেইলিস্টার অনলাইন বাংলা

বেশি লাভের আশায় গুদামজাত করা বিপুল পরিমাণ পেঁয়াজ পচে যাওয়ার কারণে কর্ণফুলী নদীতে ফেলে দিচ্ছে চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জের আড়তদাররা।

সরেজমিনে দেখা যায়, গত তিনদিন ধরে খাতুনগঞ্জের পাশে কর্ণফুলী নদীর সংলগ্ন চাকতাই খালে এসব পেঁয়াজ ফেলা হচ্ছে। খালের পাড়ে এখন বিপুল পরিমাণ পচা পেঁয়াজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

পেঁয়াজ কিনতে গিয়ে ধাক্কাধাক্কি, 'মিস ফায়ারে' গুলিবিদ্ধ ২

১৮ নভেম্বর ২০১৯, সমকাল

টিসিবির ট্রাক থেকে ন্যায্যমূল্যের পেঁয়াজ কিনতে গিয়ে ধাক্কাধাক্কির সময় পুলিশের 'মিস ফায়ারে' নারীসহ দুইজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। আহত পথচারী চন্দ্রকান্ত সিংহকে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার বাম হাতে গুলি লেগেছে। আহত নারীর পরিচয় জানা যায়নি।

দামি পেঁয়াজের আমদানি দর ৩৫ টাকা

২০ নভেম্বর, ২০১৯, দেশ রুপান্তর

দেশে যখন পেঁয়াজের কেজি আড়াইশ টাকায় উঠেছে, সেই সময়েও বিভিন্ন দেশ থেকে ৩৫ টাকা কেজি করে পেঁয়াজ আমদানি করেছেন ব্যবসায়ীরা। গত আড়াই মাসে দেশে আমদানি হয়েছে ৪ লাখ ৭২ হাজার ৫৭৮ টন পেঁয়াজ। আমদানি করা এসব পেঁয়াজের গড় মূল্য পড়েছে প্রতিকেজি ৩৫ টাকা। এর মধ্যে ৯০ ভাগ পেঁয়াজ এসেছে ভারত থেকে, যার আমদানি মূল্য ৩৪ টাকার সামান্য বেশি। পেঁয়াজ আমদানিতে বন্দরে কোনো শুল্ককর পরিশোধ করতে হয় না। সুতরাং আমদানি মূল্যের সঙ্গে পরিবহন মূল্য ছাড়া আর কোনো খরচ হয়নি আমদানিকারকদের।

ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের কাছে কি অসহায় আইন?

২১ নভেম্বর ২০১৯, বণিক বার্তা

একেক পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ হয় একেক অঞ্চল থেকে। চালের বাজার নিয়ন্ত্রণ করেন সাধারণত কুষ্টিয়া, নওগাঁ, জয়পুরহাট ও দিনাজপুরের ১২-১৫ জন বড় চালকল মালিক। ভোজ্যতেলের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামভিত্তিক পাঁচ-সাতটি পরিশোধন কারখানা। একই এলাকার ৮-১০টি পরিশোধন কারখানা নিয়ন্ত্রণ করে চিনির বাজার। আর মসলার বাজার নিয়ন্ত্রণে প্রধান ভূমিকা রাখেন চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জের আমদানিকারক ও ব্যবসায়ীরা। ঢাকার মৌলভীবাজারের পাইকারি ব্যবসায়ীদের হাতেও থাকে এ বাজারের নিয়ন্ত্রণ। এ দুই বাজারের ২০-২৫ জন আমদানিকারক মূলত মসলার বাজারে কর্তৃত্ব করেন।

৪৬ অটো মিল মালিকের কবজায় চালের বাজার

২৪ নভেম্বর ২০১৯, সমকাল

সারাদেশে চালের বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে কুষ্টিয়া জেলার ৪৬ অটো চালকল মালিক। প্রতি বছর এ সিন্ডিকেট নানা অজুহাতে দাম বাড়িয়ে দিয়ে লুটে নিচ্ছেন কোটি কোটি টাকা। দুর্বল মনিটরিং ব্যবস্থা আর নানা সুযোগে চালের বাজার অস্থির করে তুলছেন তারা। গত কয়েকদিনের ব্যবধানে কুষ্টিয়া মোকামে সব ধরনের চালে কেজিতে এক টাকা বেড়েছে। আড়তে চাল সংকট দেখিয়ে দাম বাড়িয়ে দিচ্ছেন অনেক মিল মালিক। অথচ কুষ্টিয়া মোকামে গত এক সপ্তাহে ১০ হাজার টন চাল মজুদ আছে বলে তথ্য রয়েছে মিল মালিক ও জেলা প্রশাসনের কাছে। তার পরও দাম বাড়ানোর বিষয়টি পুরোপুরি অযৌক্তিক বলে জানান খুচরা ব্যবসায়ী ও ভোক্তারা।

তিন হাত ঘুরে দাম বেড়েছে সবজির

২৭ নভেম্বর ২০১৯, সমকাল

শীতকালের জনপ্রিয় সবজি শিম, বেগুন, ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, লাউ, মুলা, মিষ্টিকুমড়া, বরবটি, লাল-সবুজ শাক চাষি থেকে ভোক্তার ঘরে পৌঁছাতে অন্তত তিন হাত বদল হয়। এতেই দাম বৃদ্ধি পায় দ্বিগুণ থেকে পাঁচগুণ। বিশেষ করে এক কেজি টমেটো বিভিন্ন এলাকার চাষিরা বিক্রি করেন ৪০ থেকে ৪৫ টাকায়। ঢাকার বাজারে তা বিক্রি হচ্ছে ৯০ থেকে ১০০ টাকা। চাষির ২০ টাকার কচুরমুখিও বিক্রি হচ্ছে ১০০ টাকায়। রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন বাজার ঘুরে এসব চিত্র দেখা গেছে।

ক্যাসিনোর চেয়েও ভয়াবহ কারসাজি

৭ ডিসেম্বর, ২০১৯, বাংলাদেশ প্রতিদিন

এক সপ্তাহের ব্যবধানে খাতুনগঞ্জে বেড়েছে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম। অস্থির অবস্থা চলছে চাল, ডাল, আলু, পিয়াজ, মরিচ ও মসলার দাম নিয়ে। চালের দাম বেড়েছে বস্তাপ্রতি ৫০ থেকে সর্বোচ্চ ৩৫০ টাকা পর্যন্ত। বেড়েছে চিনির দামও। চট্টগ্রামের বৃহত্তম পাইকারি বাজার খাতুনগঞ্জে এক মাস আগেও প্রতিকেজি এলাচ বিক্রি হয়েছিল ২ হাজার ২২০ টাকা। এখন বিক্রি হচ্ছে ৩ হাজার ৫০ টাকা। এক মাসের ব্যবধানে প্রতিকেজি এলাচের দাম বেড়েছে ৮৩০ টাকা। গত প্রায় দুই মাস ধরেই পিয়াজ নিয়ে চলছে চরম কারসাজি। দুই মাসের ব্যবধানে প্রতিকেজি পিয়াজের দাম বেড়েছে প্রায় ২০০ টাকা। অভিযোগ উঠেছে, হাতেগোনা কিছু ব্যবসায়ীর কারণে চরম অস্থিরতা বিরাজ করছে পাইকারি ও খুচরা বাজারে।

পরিবেশ

জাহাজের সংঘর্ষে তেল ছড়িয়ে পড়েছে কর্ণফুলীতে

২৬ অক্টোবর, ২০১৯, দেশ রুপান্তর

কর্ণফুলী নদীতে লাইটারেজ জাহাজের সঙ্গে সংঘর্ষে তলা ফেটে যাওয়া একটি অয়েল ট্যাংকার থেকে তেল ছড়িয়ে পড়েছে। ছয়টি জাহাজ দিয়ে নদী থেকে আট মেট্রিক টন তেল তুলেছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। তবে জোয়ার-ভাটায় আশপাশে ছড়িয়ে পড়েছে অনেক তেল।

সুন্দরবন বাঁচিয়ে দিল বাংলাদেশকে

১০ নভেম্বর ২০১৯, জাগো নিউজ টুয়েন্টিফোরডটকম

অতি প্রবল শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় দবুলবুল' বঙ্গোপসাগর দিয়ে মূলত বাংলাদেশের স্থলভাগে প্রবেশ করেছে। প্রবেশের সময় ঘূর্ণিঝড়ের একপাশে ছিল পশ্চিমবঙ্গ, আর সুন্দরবন ছিল তিন পাশে। সুন্দরবন অতিক্রম করতে ঘূর্ণিঝড়ের দীর্ঘসময় লাগে ও গতি কমে আসে। ফলে পূর্ণ শক্তি নিয়ে বুলবুল বাংলাদেশের স্থলভাগে আঘাত করতে পারেনি।

রোববার (১০ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টার পর রাজধানীর আগারগাঁওয়ে অবস্থিত আবহাওয়া অধিদফতরে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান আবহাওয়াবিদ আব্দুল মান্নান।

বায়ু দূষণে দিল্লিকেও ছাড়িয়ে ঢাকা

নভেম্বর ১৯, ২০১৯, ঢাকা ট্রিবিউন

বায়ু দূষণ সূচকে ভারতের রাজধানী দিল্লিকে ছাড়িয়েছে ঢাকা। বাতাসের মান নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠান এয়ার ভিজ্যুয়ালের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত বায়ুর শহরের তালিকায় সোমবার (১৯ নভেম্বর) থেকে এক নম্বরে রয়েছে ঢাকা।

এয়ার ভিজ্যুয়ালের তথ্য অনুযায়ী মঙ্গলবার এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) ঢাকার স্কোর ২১২, যা খুবই অস্বাস্থ্যকর। আর দিল্লির স্কোর ১৯৬, যাকে চিহ্নিত করা হয়েছে অস্বাস্থ্যকর হিসেবে।

বর্জ্যে মরছে মাছ, কমছে ফসল

০৭ ডিসেম্বর ২০১৯, প্রথম আলো

সাড়ে চার বছর আগে কুমিল্লা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় (ইপিজেড) ৩৮ কোটি ৫০ লাখ টাকা ব্যয়ে কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন করা হয়। তখন আশপাশের মানুষ ভেবেছিল, তাদের জমিতে তরল বর্জ্য আর ঢুকবে না। নদীনালা ও খালবিলের মাছ এবং জলজ উদ্ভিদ রক্ষা পাবে। কিন্তু তরল বর্জ্য চুইয়ে পানিতে মিশছে। এ কারণে জলাশয়ের মাছ মরে যাচ্ছে। জমিতে ফসলের উৎপাদন কম হচ্ছে।

সুন্দরবন রক্ষায় দুই মাসের কর্মসূচি

০৩ ডিসেম্বর ২০১৯, সমকাল

সুন্দরবন রক্ষা এবং সুন্দরবনকেন্দ্রিক বাণিজ্য বন্ধ করতে দুই মাসের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে সুন্দরবন রক্ষা জাতীয় কমিটি। মঙ্গলবার বিকেল ৩টায় খুলনা জেলা কমিটির অস্থায়ী কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এসব কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে- ১৫ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় পরিবেশ অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ে স্মারকলিপি পেশ, ১৯ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় পিকচার প্যালেস মোড়ে পথসভা ও প্রচারপত্র বিলি, ২৮ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় রূপসা ফেরিঘাট চত্বরে পথসভা ও প্রচারপত্র বিলি, ৪ জানুয়ারি ২০২০ সকাল ১১টায় কাটাখালী মোড়ে পথসভা ও প্রচারপত্র বিলি, ১১ জানুয়ারি বেলা ১১টায় চুলকাটি বাজারে পথসভা ও প্রচারপত্র বিলি, ১৮ জানুয়ারি সকাল ১১টায় ফয়লা বাজারে পথসভা ও প্রচারপত্র বিলি, ২৫ জানুয়ারি দুপুর ১২টায় বাবুরবাড়ি, রামপাল পথসভা ও প্রচারপত্র বিলি, ১ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১টায় মোংলা ঘাটে পথসভা ও প্রচারপত্র বিলি, ৪ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৩টায় বটিয়াঘাটা বাজারে পথসভা ও প্রচারপত্র বিলি, ১৫ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৩টায় খুলনার অস্থায়ী কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন।

পেঁয়াজে সিসা, শিমে বিষাক্ত পদার্থ

২৪ ডিসেম্বর, ২০১৯, দেশ রূপান্তর

স্বাদ ও ঝাঁজ বেশি থাকা দেশি পেঁয়াজের চাহিদা বেশি, আমদানি করা পেঁয়াজের চেয়ে দামও বেশি। সেই দেশি পেঁয়াজেই বিষাক্ত সিসার উপস্থিতি পাওয়া গেছে বলে কৃষি মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষ। সেখানকার হেলথ অ্যান্ড মেন্টাল হাইজিন বিভাগ বাংলাদেশ থেকে কেনা পেঁয়াজে ক্ষতিকর মাত্রায় সিসা পাওয়া গেছে বলে তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে।

একইভাবে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি করা শিম পরীক্ষা করে তাতে ফেনপ্রোপেথিন, অমিথোয়েট, ডাইমোথোয়েটের মতো বিষাক্ত পদার্থের উপস্থিতি পেয়েছে যুক্তরাজ্য। বাংলাদেশের শিমে এ ধরনের বিষাক্ত পদার্থের উপস্থিতি পাওয়ার তথ্য যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ হাইকমিশনকে লিখিতভাবে জানিয়েছে লন্ডন। এর পরিপ্রেক্ষিতে লন্ডনের বাংলাদেশ হাইকমিশন এ তথ্য জানিয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়কে।

অন্যদিকে ইউরোপীয় কমিশন সরকারকে চিঠি লিখে জানিয়েছে যে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি করা গুঁড়া মরিচে অননুমোদিত মাত্রায় ইথিয়ন ও ট্রিয়াজোপস কীটনাশকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা করে বাংলাদেশ থেকে নেওয়া হলুদে মাত্রাতিরিক্ত বিষাক্ত সিসা পাওয়ার তথ্য জানার পর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে গুঁড়া হলুদ রপ্তানি বন্ধে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

বিদেশ থেকে এসব প্রতিবেদন পাওয়ার পর কৃষি সচিব মো. নাসিরুজ্জামানের নেতৃত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয় ও নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ মনে করছে, বিদেশ থেকে আমদানি করা নিম্নমানের কীটনাশক থেকে এ ধরনের ক্ষতিকর উপাদান বিভিন্ন কৃষিপণ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। ওই সভায় চাল, শাক-সবজি, ডিম, মুরগিতেও ভারী ধাতু পাওয়ার তথ্য তুলে ধরেছে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (বিএফএসএ)।

রাজধানীতে খোলা জায়গা ৫ শতাংশেরও কম

জানুয়ারি ০৫, ২০২০, বণিক বার্তা

নগর পরিকল্পনাবিদদের মতে, আদর্শ একটি শহরের ১০-১৫ শতাংশ এলাকায় জলাশয় ও ১৫-২০ শতাংশ এলাকা সবুজে আচ্ছাদিত থাকা প্রয়োজন। যদিও রাজধানী ঢাকায় সবুজ এলাকা ও জলাশয়গুলো ক্রমেই কংক্রিটের আগ্রাসনে হারিয়ে যাচ্ছে। একই সঙ্গে কমছে রাজধানীর খোলা জায়গা। গত দুই দশকে রাজধানীর খোলা জায়গার পরিমাণ তিন ভাগের এক ভাগে নেমে এসেছে। ভূমি ব্যবহার নিয়ে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের (বিআইপি) এক গবেষণায় উঠে এসেছে, রাজধানীর মোট ভূমির মাত্র ৪ দশমিক ৬১ শতাংশ এখন খোলা জায়গা হিসেবে টিকে রয়েছে।

দুর্ঘটনা

বেলুন কিনতে যাওয়াই কাল হলো ৬ শিশুর

৩০ অক্টোবর ২০১৯, সমকাল

গ্যাস বেলুন ওড়ানোর শখ ছিল ওদের। ঘিরে ধরেছিল বেলুনওয়ালাকে। কিন্তু হঠাৎ সিলিন্ডার বিস্ফোরণে সব শেষ। বেলুন নয়, প্রাণটাই উড়ে গেছে ছয় শিশুর।

বুধবার রাজধানীর রূপনগর আবাসিক এলাকার ১১ নম্বর সড়কে বেলুনে গ্যাস ভরে বিক্রি করছিলেন এক ব্যক্তি। রং-বেরঙের বেলুনের আকর্ষণে তাকে ঘিরে ভিড় করছিল শিশুর দল। হঠাৎই প্রচ- শব্দে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়ে আগুন ধরে যায়।

কসবায় দুই ট্রেনের সংঘর্ষে নিহত ১৬

১২ নভেম্বর ২০১৯, সমকাল

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় যাত্রীবাহী দুই ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ১৬ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও অর্ধশতাধিক যাত্রী।

সোমবার রাত পৌনে ৩ টার দিকে উপজেলার মন্দভাগ রেলওয়ে স্টেশনের ক্রসিংয়ে আন্তঃনগর উদয়ন এক্সপ্রেস ও তূর্ণা নীশিতার মধ্যে এই মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যুৎ লাইনে মৃত্যুফাঁদ

১৩ নভেম্বর ২০১৯, সমকাল

সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে দেশে বেশ কয়েকটি সংস্থা গবেষণা করে। সেখানে এ বিষয়ে পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। কিন্তু বিদ্যুৎস্পর্শের দুর্ঘটনা নিয়ে উল্লেখযোগ্য তেমন গবেষণা নেই। ফলে পত্রিকায় প্রকাশিত খবর থেকেই পরিসংখ্যান নিতে হয়। সমকালে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, গত অক্টোবর মাসে বিদ্যুৎস্পর্শে মারা গেছে ৩৭ জন।.. ..অনুসন্ধানে জানা গেছে, সারাদেশের অধিকাংশ গ্রামগঞ্জে অপরিকল্পিতভাবে বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন স্থাপন করা হয়েছে। দ্রুত মানুষকে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে গিয়ে যেনতেনভাবে লাইন টানা হয়েছে। নিয়মকানুন বহু ক্ষেত্রেই মানা হয়নি। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাসহ প্রভাবশালীদের চাপে লাইন টানা হয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা দিয়ে। শহরেই পরিকল্পিত আবাসিক এলাকা হাতেগোনা। গ্রামে বাড়িঘরগুলো খুবই অপরিকল্পিত। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। ফলে এসব এলাকায় বিদ্যুতের লাইন টানা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। রাস্তাসহ অলিগলি দিয়ে লাইন টানা হয়েছে। কারও বাড়ির জানালার পাশ দিয়ে, কারও বাড়ির গাছগাছালির ভেতর দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণভাবে লাইন চলে গেছে। এরপর এসব লাইন থেকে বাঁশের খুঁটি দিয়ে তার নিয়ে বিদ্যুৎ চুরি করছে অনেকেই। এগুলো আরও ভয়ংকর। এসব বিতরণ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ এবং পাহারা দেওয়ার জন্য পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের লোকবল খুবই কম। সারাদেশে হাজার হাজার কিলোমিটার লাইন পাহারা দেওয়ার মতো লোকবল তাদের নেই। ফলে গ্রামে নতুন 'মৃত্যুফাঁদ' এখন বিদ্যুতের তার।

৭০% গ্যাস পাইপলাইন ঝুঁকিপূর্ণ

১৮ নভেম্বর ২০১৯, সমকাল

ঘর থেকে পথ- সবখানেই মৃত্যুফাঁদ। গ্যাসের জরাজীর্ণ লাইন, অরক্ষিত ও ঝুঁকিপূর্ণ সংযোগের কারণে ঘটছে একের পর এক গ্যাস দুর্ঘটনা। ঝরছে জীবন। নষ্ট হচ্ছে মূল্যবান সম্পদ। তথ্য বলছে, দেশের ৭০ শতাংশ গ্যাস বিতরণ লাইনই ঝুঁকিপূর্ণ। স্থাপিত লাইনের অর্ধেকের মেয়াদ পেরিয়েছে বহু আগে। হয় না নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অবৈধ সংযোগ ও লাইন স্থাপন, যা গ্যাস নেটওয়ার্ককে করে তুলেছে অনিরাপদ। ফলে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটছে। সর্বশেষ গতকাল চট্টগ্রামে এক মর্মান্তিক গ্যাস পাইপলাইনের বিস্ফোরণে প্রাণ গিয়েছে সাতজনের।

১৩ বছরে প্লাস্টিক শিল্পনগরের কাজই শুরু হয়নি

১৭ ডিসেম্বর ২০১৯, প্রথম আলো

পুরান ঢাকা থেকে প্লাস্টিক কারখানা সরাতে সমঝোতা স্মারক সই হয় ২০০৬ সালে। কথা ছিল, প্লাস্টিক শিল্পনগর প্রতিষ্ঠা করে সেখানে কারখানাগুলোকে জমি দেওয়া হবে। এ জন্য প্রকল্প হাতে নিতেই লেগে যায় ৯ বছর। ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে অনুমোদিত এই প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ গত জুনের মধ্যে

শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু প্লাস্টিক শিল্পনগরের জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়াই এখনো শেষ হয়নি।

ঢাকার কেরানীগঞ্জে প্রাইম প্লাস্টিক পেট অ্যান্ড প্লাস্টিক কারখানায় সম্প্রতি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১৬ জনের প্রাণহানির পর বিষয়টি আবার সামনে এসেছে।

আগুন পোহাতে গিয়ে নিভছে জীবনপ্রদীপ

২৮ ডিসেম্বর ২০১৯, সমকাল

এই শীতে আগুন পোহাতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে রংপুর হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন অন্তত ২৬ জন। এদের মধ্যে বেশিরভাগই নারী ও শিশু। এভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়ে এবার মারাও গেছেন কয়েকজন।

আবহাওয়া পরিবর্তনজনিত কারণে উত্তরাঞ্চলের শীত দিন দিন বেড়েই চলছে। এ অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষই হতদরিদ্র হওয়ায় শীত মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় বস্ত্র নেই তাদের। তাই সকাল কিংবা রাতে খড়কুটো জ্বালিয়ে তারা শীত নিবারণের চেষ্টা চালান। আর এতেই বাড়ে অগ্নিদগ্ধ হওয়ার ঘটনা। প্রতি বছর এ অঞ্চলে অর্ধশতাধিক মানুষের প্রাণহানি ঘটে আগুন পোহানোর ঘটনায়।

২০১৯ সালে সড়কে প্রাণ গেছে ৭ হাজার ৮৫৫ জনের

১১ জানুয়ারি ২০২০, সমকাল

২০১৯ সালে ৫ হাজার ৫১৬টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৭ হাজার ৮৫৫ জন নিহত ও ১৩ হাজার ৩৩০ জন আহত হয়েছেন। একই সময়ে রেলপথে ৪৮২টি দুর্ঘটনায় ৪৬৯ জন নিহত ও ৭০৬ জন আহত হয়েছেন। নৌ-পথে ২০৩টি দুর্ঘটনায় ২১৯ জন নিহত, ২৮২ জন আহত ও ৩৭৫ জন নিখোঁজ হয়েছেন। সড়ক, রেল, নৌ-পথে সর্বমোট ৬ হাজার ২০১টি দুর্ঘটনায় ৮ হাজার ৫৪৩ জন নিহত এবং ১৪ হাজার ৩১৮ জন আহত হয়েছেন।

বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির বার্ষিক সড়ক দুর্ঘটনা পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

এসপি হারুনকে সরানোর নেপথ্যে চাঁদাবাজির অভিযোগ

০৩ নভেম্বর ২০১৯, প্রথম আলো

বিতর্কিত পুলিশ সুপার হারুন অর রশীদকে নারায়ণগঞ্জ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। রোববার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ-সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন জারি করে। তাঁকে পুলিশ সদর দপ্তরে (ট্রেনিং রিজার্ভ) সংযুক্ত করা হয়েছে। হারুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ, চাঁদার জন্য তিনি একাধিক শিল্পপতিকে তুলে নিয়ে সাজানো মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর ভয় দেখিয়েছেন।.. ..

হারুনের বিরুদ্ধে সর্বশেষ অভিযোগ করেন পারটেক্সগ্রুপের চেয়ারম্যান এম এ হাসেমের ছেলে ও আম্বার গ্রুপের চেয়ারম্যান শওকত আজিজ (রাসেল)। আজ প্রথম আলোকে তিনি বলেন, চাঁদা দিতে রাজি না হওয়ায় তাঁকে না পেয়ে তাঁর স্ত্রী-সন্তানকে তুলে নিয়ে যায় নারায়ণগঞ্জ পুলিশ। পরে তাঁরা মুচলেকা দিয়ে ছাড়া পান।

মাদকবিরোধী অভিযানে ৪৬৬ জনকে 'ক্রসফায়ার'

৪ নভেম্বর, ২০১৯, দেশ রুপান্তর

মাদকবিরোধী অভিযানে ৪৬৬ জনকে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে। বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এমন অভিযোগ এনেছে।

চোখ উৎপাটনের শিকার শাহজালালের দুই বছরের কারাদ-

নভেম্বর ০৪, ২০১৯, বাংলা ট্রিবিউন

খুলনায় পুলিশের হাতে চোখ উৎপাটনের শিকার সেই শাহজালালকে ছিনতাই মামলায় দুই বছরের কারাদ-াদেশ দেওয়া হয়েছে। খুলনা মহানগর হাকিম আদালতের বিচারক আমিরুল ইসলাম সোমবার (৪ নভেম্বর) বিকালে জনাকীর্ণ আদালতে এ রায় ঘোষণা করেন। দুই বছরের কারাদ-ের পাশাপাশি শাহজালালের পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও এক মাসের বিনাশ্রম কারাদ-াদেশ দেওয়া হয়েছে।

জাহাঙ্গীরনগরে আন্দোলনরকারীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা, আহত ২০

০৫ নভেম্বর ২০১৯, সমকাল

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলামের অপসারণ দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতা-কর্মীরা হামলা চালায় বলে আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে।

হামলায় চার সাংবাদিকসহ ১৫-২০ জন আন্দোলনরত শিক্ষক ও শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন।

জাবির আন্দোলনকারীদের বাড়িতে পুলিশি হয়রানির অভিযোগ

১১ নভেম্বর ২০১৯, প্রথম আলো

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) উপাচার্য ফারজানা ইসলামের অপসারণের দাবিতে চলমান আন্দোলনের কয়েকজন সংগঠকের বাড়িতে পুলিশি 'হয়রানির' অভিযোগ উঠেছে।

গত শনিবার বিভিন্ন সময়ে আন্দোলনকারীদের অন্তত ১০ সংগঠকের বাড়িতে পুলিশ গিয়েছিল বলে অভিযোগ করেছেন আন্দোলনকারীরা।

বিশ্বজিৎ হত্যার ৭ বছর: দণ্ডিতরা প্রকাশ্যে পুলিশ পায় না!

০৯ ডিসেম্বর ২০১৯, সমকাল

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী রাজন তালুকদার সাত বছর আগে চাঞ্চল্যকর দর্জি দোকানি বিশ্বজিৎ দাস হত্যা মামলার রায়ে মৃত্যুদণ্ড পাওয়া আসামি। তার বিরুদ্ধে পরোয়ানা রয়েছে। কিন্তু তিনি এই পরোয়ানার 'পরোয়া' করেন না। প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ান, স্বাভাবিক জীবনযাপন করেন। কেউ তাকে ধরে না। একই মামলায় যাবজ্জীবন দণ্ড পাওয়া অন্তত ১১ আসামিও প্রকাশ্যে। তাদের কেউ ব্যবসা করেন, কেউ চাকরি করেন, কেউ কেউ রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সক্রিয়। যাবজ্জীবন দণ্ড পাওয়া এক আসামি বিদেশ পালিয়ে গেলেও সম্প্রতি দেশে এসে বিয়ে করেছেন। কিন্তু পরোয়ানাভুক্ত ওই ১২ আসামিকে খুঁজে পায় না পুলিশ।

নিরাপদ সড়ক চেয়ে শিক্ষার্থীরা মামলার হয়রানিতে

০৪ ডিসেম্বর ২০১৯, প্রথম আলো

রাজধানীর বিমানবন্দর সড়কে দুই শিক্ষার্থী সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হওয়ার প্রায় দেড় বছরের মাথায় এই মামলার বিচার শেষ হয়েছে। কিন্তু নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করার দাবিতে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা এখনো হয়রানির শিকার। তাঁদের বিরুদ্ধে করা মামলাগুলো ঝুলে আছে। জামিনে থাকা এই শিক্ষার্থী ও তাঁদের অভিভাবকদের ভোগান্তির শেষ নেই।

সব মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে জেল খেটেছেন, এমন কয়েকজন শিক্ষার্থী প্রথম আলোকে বলেছেন, গ্রেপ্তারের পর অনেকে তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। এখন যুদ্ধটা করছেন নিজেরাই। কেউ কেউ চাকরি না পাওয়ার শঙ্কায় আছেন, গোয়েন্দা প্রতিবেদনে মামলার তথ্য থাকায় কারও পাসপোর্ট হয়নি, কারও কারও জন্য মামলার খরচ চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে। তাঁরা এই সমস্যার সুরাহা চান।

ঢাবিতে ছাত্রলীগ ও মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের হামলায় নুরসহ আহত ১৫

২২ ডিসেম্বর ২০১৯, ডেইলিস্টার অনলাইন বাংলা

আবারও হামলার শিকার হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহসভাপতি (ভিপি) নুরুল হক নুর। হামলায় নুর ছাড়াও বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের অন্তত ১৫ নেতা-কর্মী আহত হয়েছেন বলে সংগঠনটির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে। আজ (২২ ডিসেম্বর) দুপুর দেড়টার দিকে ঢাবির ডাকসু ভবনে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ ও মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের নেতা-কর্মীরা এই হামলা চালায় বলে অভিযোগ উঠে।

ভারতের নাগরিকত্ব আইনবিরোধী সমাবেশে নুরের ওপর মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের হামলা

১৭ ডিসেম্বর, ২০১৯, দেশ রুপান্তর

ভারতের নতুন নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাসে সমাবেশ করার সময় ডাকসুর ভিপি নুরুল হক নুরসহ শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করেছে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ নামের একটি সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

বাম জোটের মিছিলে পুলিশের লাঠিপেটা, হাতাহাতি

৩০ ডিসেম্বর ২০১৯, প্রথম আলো অনলাইন

বাম গণতান্ত্রিক জোটের মিছিলে নেতা-কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের হাতাহাতি ও ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটেছে। মিছিলের প্রথম দফায় পুলিশ নেতা-কর্মীদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিপেটা করে। আজ সোমবার বেলা একটার দিকে হাইকোর্টের কাছে কদম ফোয়ারা ও মৎস্য ভবনের মোড়ে দুই দফায় এই ঘটনা ঘটে।

আটটি বাম দলের এই জোট আজ 'গণতন্ত্রের কালো দিবস' পালন উপলক্ষে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে। গত বছরের ৩০ ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ তুলে দিনটিকে কালো দিবস হিসেবে পালন করছে জোট। তাদের কর্মসূচির মধ্যে আরও ছিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে পদযাত্রা।

বিদায়ী বছরে ধর্ষণ বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে :আসক

০১ জানুয়ারি ২০২০, সমকাল

ধর্ষণ ও গণধর্ষণের ঘটনা ২০১৮ সালের তুলনায় গত বছর বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) বার্ষিক প্রতিবেদনে এ তথ্য দেওয়া হয়েছে। আসকের পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, ২০১৯ সালে দেশে এক হাজার ৪১৩ জন নারী ধর্ষিত হয়েছেন। এর মধ্যে ধর্ষণের পর হত্যার শিকার হয়েছেন ৭৬ জন এবং আত্মহত্যা করেছেন ১০ জন। ২০১৮ সালে ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন ৭৩২ নারী এবং ২০১৭ সালে এ সংখ্যা ছিল ৮১৮।

বিদায়ী বছরে ৩৮৮ জন মানুষ বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার হয়েছেন। ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে শিশু নির্যাতনের ঘটনাও বেড়েছে। ২০১৯-এ শারীরিক নির্যাতন, ধর্ষণ, অপহরণ ও নিখোঁজের পর মোট ৪৮৭ শিশু নিহত হয়েছে। ২০১৮-তে এ সংখ্যা ছিল ৪১৯। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর চলমান মাদকবিরোধী অভিযানে এ বছর নিহত হয়েছে ১৮৭ জন।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ২০১৯ সালে বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে গ্রেফতারের পর হেফাজতে ১৪ জন মারা যান। গ্রেফতারের আগে নির্যাতনে মারা যান ছয়জন এবং গুলিতে নিহত হয়েছেন আরও ১২জন। এ বছর সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে ৩৭ জন এবং তাদের শারীরিক নির্যাতনের কারণে ছয় জনসহ ৪৩ জন মারা গেছেন। এ ছাড়া ২০১৯ সালে ১৪২ জন সাংবাদিক শারীরিক নির্যাতন, হামলা, হুমকি ও হয়রানির মুখে পড়েন। গত বছর দেশে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনায় ৭২টি প্রতিমা এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের ৩৯টি বাড়িঘর ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়।

ঢাবি অধ্যাপক জোবাইদা নাসরীনকে ছাত্রলীগ নেত্রীদের মারধর

০৭ জানুয়ারি ২০২০, যুগান্তর

ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের হাতে মারধর ও লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. জোবাইদা নাসরীন। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে গত রোববার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে। জোবাইদা নাসরীন ওই হলের সহকারী আবাসিক শিক্ষক।

জানা গেছে, ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শাড়ি বিতরণ নিয়ে রোববার সন্ধ্যায় হল শাখা দুই পক্ষের সংঘর্ষ হয়। মারামারি থামাতে এগিয়ে যান অধ্যাপক জোবাইদা নাসরীন। ওই সময় তাকেও মারধর ও লাঞ্ছিত করেন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।

গত বছর ১৭০৩ জন ধর্ষণের শিকার

০৭ জানুয়ারি ২০২০, প্রথম আলো

গত বছর (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) ১ হাজার ৭০৩ জন নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়। এর মধ্যে গণধর্ষণের শিকার ২৩৭ জন। ধর্ষণের পর হত্যা করা হয় ৭৭ জনকে। ধর্ষণের ঘটনায় আত্মহত্যা করে ১৯ জন। বছরটিতে ২৪৫ জনকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। আর বছরটিতে ধর্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হয় ৪ হাজার ৬২২ জন নারী ও শিশু।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ গত বছরের নির্যাতনের এ তথ্য দিয়েছে।

নির্বাচন ও গণতন্ত্র

স্বাধীনতা ভালো তবে বালকের জন্য নহে: প্রধানমন্ত্রী

নভেম্বর ০৯, ২০১৯, বাংলা ট্রিবিউন

দেশের কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক আন্দোলনের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'স্বাধীনতা ভালো তবে বালকের জন্য নহে'। তিনি এ ধরনের বালকসুলভ কথাবার্তা না বলে শিক্ষার্থীরা কীভাবে লেখাপড়া করতে পারে সে বিষয়ে মনোযোগ দিতে সবার প্রতি আহ্বান জানান। শনিবার (৯ নভেম্বর) দুপুরে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শ্রমিক লীগের ১৩তম জাতীয় সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে সংবাদ প্রকাশে সতর্ক হতে বলেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

নভেম্বর ১৪, বাংলা ট্রিবিউন

গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, রাজনীতিক, ব্যবসায়ী ও সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যভিত্তিক সংবাদ প্রকাশের জন্য গণবিজ্ঞপ্তি জারি করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। বিজ্ঞপ্তিতে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের তথ্য যথাযথভাবে যাচাই করে সংবাদ প্রকাশের অনুরোধ করা হয়। বৃহস্পতিবার (১৪ নভেম্বর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ শাখা থেকে এ গণবিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়।

গণতন্ত্র থাকলে রামপাল, রূপপুর প্রকল্প বহু আগেই বাতিল হত: আনু মুহাম্মদ

০৬ ডিসেম্বর ২০১৯, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু থাকলে রামপালে কয়লাভিত্তিক ও রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ থেকে সরকার বহু আগেই সরে আসতো বলে মন্তব্য করেছেন অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। শুক্রবার রাজধানীর সেগুনবাগিচার বিএমএ মিলনায়তনে তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সম্মেলনে তিনি একথা বলেন।

জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব বলেন, দেশে গণতন্ত্রিক প্রক্রিয়া থাকলে জাতীয় কমিটির আন্দোলন এত দীর্ঘ হত না। কারণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় মানুষের মত, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, তত্ত্ব ও বিশেষজ্ঞ মত, সেগুলো গুরুত্ব পায়। "সেগুলো গুরুত্ব পেলে সুন্দরবনবিনাশী রামপাল প্রকল্প বহু আগেই বাতিল হত, জনবহুল দেশে রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিল হত।"

দেশের উন্নয়নের জোয়ার বিষাক্ত জোয়ারে পরিণত হয়েছে মন্তব্য করে অর্থনীতির এই অধ্যাপক বলেন, "আমাদের পানি বিষাক্ত, নদী বিষাক্ত, বাতাসে শ্বাস নেওয়ার উপায় নেই। সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশে সর্বনিকৃষ্ট বায়ু দূষণ। "নদী দূষণ, পানি দূষণে বাংলাদেশ রেকর্ড করছে। সন্ত্রাসে রেকর্ড করছে। গুম-খুন, নির্যাতন-নিপীড়নে রেকর্ড করছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনে রেকর্ড করছে।" জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশ ঝুঁকির কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, অথচ সরকার নদী, বন, মানুষ বিনাশী সকল প্রকল্প নিয়ে দেশকে আরও বিপদের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে।

নির্বাচনে একাই ৭ কেন্দ্র দখল করেছি: এমপি নদভী

২৭ ডিসেম্বর ২০১৯, যুগান্তর

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের গত নির্বাচনে একাই সাতটি ভোটকেন্দ্র দখল করেছিলেন বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম-১৫ আসনের সংসদ সদস্য আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামউদ্দিন নদভী। গত বুধবার রাতে চট্টগ্রাম-৮ আসনের উপনির্বাচনে নৌকার প্রার্থী মোছলেম উদ্দিন আহমদের বাসায় মতবিনিময়সভায় এ কথা বলেন তিনি। নদভীর বক্তব্যের একটি ভিডিও যুগান্তরে এসেছে।

স্বাস্থ্য

দেশের প্রাপ্তবয়স্ক ১৭ শতাংশের মানসিক রোগ

০৭ নভেম্বর ২০১৯, প্রথম আলো

দেশে ১৮ বছরের বেশি বয়সী মানুষের ১৭ শতাংশ কোনো না কোনো মানসিক রোগে আক্রান্ত। এসব ব্যক্তির ৯২ শতাংশ চিকিৎসা নেয় না। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য জরিপ ২০১৮-১৯এ এই তথ্য পাওয়া গেছে।

হলুদ রফতানি বন্ধের নির্দেশনা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের৩১ অক্টোবর, ২০১৯, বণিক বার্তা

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে 'হলুদ প্রসেসিংয়ের আগে লেড বা সিসা ব্যবহারজনিত কারণে ভয়ানক স্বাস্থ্যঝুঁকি এবং সমস্যা উত্তরণে করণীয়' শীর্ষক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পাঠানো প্রতিবেদনে বলা হয়, সম্প্রতি সায়েন্স জার্নাল আইএফএল সায়েন্স, অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক এবিসি নিউজ এবং যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ওয়াশিংটন পোস্টে বাংলাদেশের হলুদে ক্ষতিকারক সিসার উপস্থিতি নিয়ে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণা প্রতিবেদনের বিশ্লেষণ করা হয়।

বাংলাদেশের কিছু মসলা প্রক্রিয়াজাতকারী বা ব্যবসায়ী হলুদের রঙ উজ্জ্বল করতে শিল্পে ব্যবহৃত ক্ষতিকারক সিসা ব্যবহার করছে। হলুদে লেড ক্রোমেট পিগমেন্টের ব্যবহারে ব্যাপক স্বাস্থ্যঝুঁকি রয়েছে।

নিউমোনিয়ায় দেশে প্রতি ঘণ্টায় মারা যায় গড়ে একজন শিশু

১৩ নভেম্বর ২০১৯, বণিক বার্তা

নিরাময় ও প্রতিরোধযোগ্য রোগ হওয়া সত্ত্বেও প্রতি বছর নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে কয়েক হাজার বাংলাদেশী শিশু। দেশে গত বছরও নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে ১২ হাজারেরও বেশি। সে হিসাবে দেশে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে শিশুমৃত্যুর ঘটনা ঘটছে দৈনিক গড়ে ৩০টিরও বেশি। অর্থাৎ এক্ষেত্রে এ রোগে আক্রান্ত হয়ে ঘণ্টায় গড় শিশুমৃত্যুর সংখ্যা ১-এর বেশি।

স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলো পর্যাপ্ত সেবা দিতে তৈরি নয়

০৪ ডিসেম্বর ২০১৯, প্রথম আলো

দেশের মাত্র ৪ শতাংশ সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগ শনাক্ত করার পাঁচটি মৌলিক পরীক্ষার সব কটি করা যায়। শিশুর চিকিৎসায় অত্যাবশ্যকীয় ছয়টি ওষুধ থাকে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ প্রতিষ্ঠানে। ৭৮ শতাংশ প্রতিষ্ঠান পরিবার পরিকল্পনা সেবা দিতে প্রস্তুত নয়।

হাসপাতাল, ক্লিনিক ও সেবাকেন্দ্রের এই চিত্র তুলে ধরেছে সরকারের জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (নিপোর্ট) তাদের 'বাংলাদেশ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান জরিপ ২০১৭' প্রতিবেদনে। প্রাথমিক এই প্রতিবেদন নিপোর্ট তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে দুই দিন আগে। এই প্রতিবেদন বলছে, ওষুধ সরবরাহ ও প্রসবপূর্ব সেবার প্রস্তুতিসহ কিছু ক্ষেত্রে ২০১৪ সালের তুলনায় পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে।

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ

বছরে একাধিকবার পরিবর্তন করা যাবে বিদ্যুৎ-জ্বালানির দাম

৩০ ডিসেম্বর, ২০১৯, ইত্তেফাক

বছরে শুধু একবার নয়, একাধিকবার বিদ্যুৎ-জ্বালানির দামে পরিবর্তন (কমানো বা বাড়ানো) আনতে পারবে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। এমন বিধান রেখে 'বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০১৯' এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা।

লোকসান সামলাতে দাম বাড়বে গ্যাস-বিদ্যুতের

০২ জানুয়ারি ২০২০, প্রথম আলো

বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো অলস বসে থাকলেও কেন্দ্র ভাড়া ঠিকই দিতে হচ্ছে। এর ফলে বিদ্যুৎ বিভাগের লোকসানের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। এই লোকসান সামাল দিতে গিয়ে সরকার গ্যাস-বিদ্যুতের দাম বাড়ানোকেই বিকল্প হিসেবে বেছে নিচ্ছে।

গত বছর বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে শুধু কেন্দ্রের ভাড়া হিসেবেই সরকার দিয়েছে ১৫ হাজার কোটি টাকা। এ বছর এর পরিমাণ হবে ২০ হাজার কোটি টাকা।..

তেল দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করলে ব্যয় বেশি বলে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো বেশির ভাগ সময় বন্ধ রাখা হয়। কিন্তু বন্ধ থাকলেও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভাড়া (ক্যাপাসিটি পেমেন্ট) দিতে গিয়ে লোকসানে পড়েছে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি)। গত বছরে এই ভাড়ার পরিমাণ ছিল সাড়ে ১৫ হাজার কোটি টাকা। এ বছর তা হবে ২০ হাজার কোটি টাকা।

তেলচালিত কেন্দ্রের কারণে পিডিবির লোকসান বেড়েছে। সরকার বিভিন্ন সময় লোকসান সামাল দিতে বিপুল আকারে ভর্তুকি দিয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪ হাজার ৫৪৫ কোটি টাকা ও গত অর্থবছরে ভর্তুকি ছিল ৭ হাজার ৯৭০ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো না হলে ভর্তুকির পরিমাণ দাঁড়াবে সাড়ে ৮ হাজার কোটি টাকা।

শীত-গ্রীষ্ম মিলিয়ে সারা বছর দৈনিক উৎপাদন ৮ থেকে ৯ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। তবে গ্রীষ্মের কয়েক মাসে এই উৎপাদন ১২ থেকে সাড়ে ১২ হাজার মেগাওয়াট পর্যন্ত হয়। দেশে এখন ২০ হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎকেন্দ্র রয়েছে।..

কিন্তু ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে হুট করে ২ হাজার মেগাওয়াটের তেলভিত্তিক ৮টি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হলেও প্রয়োজন না থাকায় এসব কেন্দ্র থেকে সরকার বিদ্যুৎ নিচ্ছে না। এগুলোকে বসিয়ে রেখে ৩ হাজার ৪০০ কোটি টাকা ভাড়া দিয়েছে সরকার।..

বিইআরসির তথ্য বলছে, ২০১৮ সালে পিডিবি শুধু কেন্দ্র ভাড়া দিয়েছে ১২ হাজার ২০০ কোটি টাকা, গত বছর দিয়েছে ১৫ হাজার ৫১৫ কোটি টাকা। চলতি বছর দিতে হবে ২০ হাজার ৩১ কোটি টাকা।

বিশেষজ্ঞ ও পিডিবির কর্মকর্তারা বলছেন, কেন্দ্র ভাড়া বা ক্যাপাসিটি পেমেন্টের একটি বড় অংশ যাচ্ছে অলস বিদ্যুৎকেন্দ্রের পেছনে। অর্থাৎ কেন্দ্র সারা বছর বন্ধ থাকছে। কিন্তু এ সময় কেন্দ্রগুলো ভাড়া নিয়ে যাচ্ছে। ১০০ মেগাওয়াটের একটি বিদ্যুৎকেন্দ্রকে বছরে ১৭০ থেকে ১৭৫ কোটি টাকা দিয়ে থাকে পিডিবি।..

এপিআর এনার্জি বাংলাদেশ লিমিটেডের এক ইউনিট বিদ্যুতের গড় উৎপাদন ব্যয় পড়েছে ৭৪৪ টাকা ৩৯ পয়সা। ২০১৮ সালের আগস্ট থেকে গত আগস্ট পর্যন্ত ৫৬৮ কোটি টাকা কেন্দ্র ভাড়া দেওয়া হয়েছে। বিপরীতে উৎপাদন করেছে খুবই সামান্য।

বিদ্যুৎ উৎপাদন না করে কেন্দ্র ভাড়া নেওয়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে দাউদকান্দির বাংলা ট্রাকের ১০০ মেগাওয়াট কেন্দ্রটি। এ কেন্দ্রের ইউনিটপ্রতি উৎপাদন ব্যয় পড়েছে ২৪০ টাকা ৭১ পয়সা। গত ১৫ মাসে ২০০ মেগাওয়াটের জন্য (মে ২০১৮ থেকে জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত) কেন্দ্র ভাড়া দিয়েছে পিডিবি ৪৩৪ কোটি টাকা।

সারা বছর বন্ধ থাকার পরও এগ্রিকো বাংলাদেশ এনার্জি সলিউশন লিমিটেডকে পিডিবি গত এক বছরে ১০০ মেগাওয়াটের দুটি কেন্দ্রে প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা কেন্দ্র ভাড়া দিয়েছে।

এলপি গ্যাসের দাম বাড়ছে আজ থেকে

০৪ জানুয়ারি ২০২০, সমকাল

আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বৃদ্ধির কারণ দেখিয়ে তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) প্রতিটি সিলিন্ডারের দাম একলাফে ২০০ টাকা বাড়িয়েছেন ব্যবসায়ীরা। সারাদেশে আজ শনিবার থেকে এই বর্ধিত মূল্য কার্যকর হবে। খুচরা বাজারে আজ থেকে ভোক্তাদের প্রতি সিলিন্ডার (১২ কেজি) কিনতে হবে এক হাজার ১০০ থেকে এক হাজার ১২০ টাকা দরে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ভোক্তারা এসব সিলিন্ডার ৯০০ থেকে ৯২০ টাকায় কিনতে পারতেন।

পাইপলাইনের গ্যাসের স্বল্পতায় শহরে-মফস্বলে জনপ্রিয় হচ্ছে তরল এলপিজি। কিন্তু নিত্যপ্রয়োজনীয় এই পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় বিপাকে পড়তে হচ্ছে গ্রাহককে। পূর্বঘোষণা ছাড়াই যখন তখন এর দাম বাড়াচ্ছে বেসরকারি এলপি গ্যাস সরবরাহকারী কোম্পানিগুলো।

টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্রে বিস্ফোরণের ১৫ বছর: এখনো উদগিরণ হচ্ছে গ্যাস, স্বাস্থ্য সমস্যায় স্থানীয়রা

জানুয়ারি ০৭, ২০২০,বণিক বার্তা

সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলার টেংরাটিলা গ্যাসফিল্ড বিস্ফোরণের ১৫ বছর পূর্ণ হচ্ছে আজ। এ দীর্ঘ সময় পরও গ্যাসফিল্ডের আশপাশের এলাকাজুড়ে প্রতিনিয়ত গ্যাস উদ্গিরণ হচ্ছে এখনো। বিশেষ করে টেংরাটিলা গ্রামের কৃষিজমি, পুকুর, টিউবওয়েলসহ বিভিন্ন সড়ক এমনকি বসতঘরের ফাটল দিয়েও বুদ্বুদের মতো করে বেরিয়ে আসছে গ্যাস। ব্যাপক নিঃসরণ বজায় থাকায় আশপাশের গ্রামগুলোতেও দেখা দিয়েছে ব্যাপক স্বাস্থ্য সমস্যা।

মধ্যপাড়া কঠিনশীলা খনি: পাথর না তুলেও ২৫০ কোটি টাকা লোপাট

১১ জানুয়ারি ২০২০, প্রথম আলো

মধ্যপাড়া কঠিন শিলাখনি থেকে জার্মানিয়া ট্রেস্ট কনসোর্টিয়াম নামের একটি প্রতিষ্ঠান ছয় বছরে ৩২ লাখ টন পাথর তুলেছে। এ জন্য প্রতিষ্ঠানটির ৩০০ কোটি টাকা নেওয়ার কথা, কিন্তু নিয়েছে এ পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ শ কোটি টাকা। চুক্তির বাইরে আড়াই শ কোটি টাকা বেশি নিতে চুক্তি সংশোধন পর্যন্ত করতে হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) প্রাথমিক অনুসন্ধান করছে। প্রথম আলোর অনুসন্ধানে এ তথ্য জানা গেছে।

আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি জার্মানিয়া ট্রেস্ট কনসোর্টিয়ামের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ

শেষ হচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে, প্রতিষ্ঠানটিকে আবার কাজ দেওয়ার চেষ্টা করছে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি বিভাগ।

তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে নিষ্ক্রিয় পেট্রোবাংলা

১১ জানুয়ারি ২০২০, সমকাল

দেশে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের দায়িত্বে নিয়োজিত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা পেট্রোবাংলা এ বিষয়ে অনেকটা নিষ্ক্রিয় বা নির্বিকার। আমদানির বিষয়ে সক্রিয় হলেও দেশে তেল-গ্যাস আবিষ্কারে নিষ্ক্রিয়। তেল-গ্যাস অনুসন্ধানকারী বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় সংস্থা বাপেক্স। পেট্রোবাংলার অধীন এ কোম্পানি এক প্রকার অলস বসে আছে। তাদের হাতে বর্তমানে তেমন কাজ নেই। সাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে কয়েকটি বিদেশি কোম্পানিকে কাজ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নানা কারণে তারাও সক্রিয় নয়। ফলে বিদেশ থেকে এখন অতিরিক্ত দামে এলএনজি আমদানি করে চাহিদা পূরণ করতে হচ্ছে। দেশে উৎপাদিত গ্যাসের চেয়ে আমদানি করা গ্যাসের দাম প্রায় পাঁচ গুণ বেশি। আমদানির পরিমাণ যত বাড়বে, ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের দামও তত বাড়াতে হবে। কারণ এত বেশি ভর্তুকি দেওয়ার আর্থিক সক্ষমতা সরকারের নেই। তার পরও তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে পেট্রোবাংলা জোরালো কোনো কার্যক্রম হাতে নিচ্ছে না।

মালয়েশিয়ার তেল-গ্যাস কোম্পানি পেট্রোনাস এবং ভারতের ওএনজিসি কয়েক দশকে ব্যাপক সক্ষমতা অর্জন করেছে। শুধু নিজের দেশ নয়, তারা বিদেশে গিয়েও তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও তোলার কাজ করছে। সাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের সক্ষমতাও অর্জন করেছে এ দুই কোম্পানি। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রীয় কোম্পানি বাপেক্স সেই সক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি। কারণ এখানে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় দুর্বলতা ছিল। বাপেক্স সাগরের বাইরে সমতল ভূমিতে মাটির নিচে গ্যাস অনুসন্ধান ও তুলতে যথেষ্ট অভিজ্ঞ। কিন্তু সমুদ্রে অনুসন্ধান বা উত্তোলনের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু বাপেক্সকে বাদ দিয়ে সমতল ভূমির বহু তেল-গ্যাস ব্লক বিদেশি কোম্পানিকে দেওয়া হচ্ছে।

২০১২ সালে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় কোম্পানি গ্যাজপ্রমকে টেন্ডার ছাড়াই বাংলাদেশে মোট ভূমির ১০টি কূপ খননের অনুমোদন দেওয়া হয়। ২০১৫ সালে আরও পাঁচটি কূপের অনুমোদন দেওয়া হয়, সেটাও টেন্ডার ছাড়াই। এ কূপগুলো বাপেক্সই খনন করতে সক্ষম ছিল। গত ৩০ বছরে বাপেক্স হাজার হাজার লাইন কিলোমিটার ভূতাত্ত্বিক জরিপ করেছে, একের পর এক গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করেছে। অথচ হাতেগোনা কিছু অনুসন্ধান কূপ খনন করার অনুমোদন পেয়েছে।

বিশ্লেষকরা দাবি করেন, বাপেক্সের প্রতি পেট্রোবাংলার তেমন কোনো আগ্রহ নেই, আগ্রহ বিদেশি কোম্পানিতে। বাপেক্সকে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা দিতে চায় না পেট্রোবাংলা। অবশ্য বাপেক্সকে শক্তিশালী করতে কূপ খননের জন্য বেশ কয়েকটি রিগ কেনা হয়েছে বর্তমান সরকারের আমলে। বেশ বিনিয়োগও করা হয়েছে এ সংস্থায়। তবে এ রিগগুলো বর্তমানে কূপ খননের অভাবে অলস পড়ে আছে বলে জানা গেছে।

২০১৪ সালে শ্রীকাইলে দুটি কূপ খননের পর 'শ্রীকাইল ৪ নম্বর কূপ' থেকে গ্যাস উত্তোলনের অনুমোদন চায় বাপেক্স। কিন্তু অনুমতি মেলেনি। অথচ একই স্তরে অবস্থিত বাঙ্গুরার চারটি কূপ থেকে উত্তোলনের অনুমোদন পেয়েছে সিঙ্গাপুরের তেল-গ্যাস কোম্পানি ক্রিস এনার্জি। এ কূপগুলো থেকে বাপেক্সকে দিয়ে গ্যাস উত্তোলন করালে মাত্র ১০ ভাগের ১ ভাগ খরচে গ্যাস পাওয়া যেত।

বাপেক্সের বদলে বিদেশি কোম্পানি দিয়ে কাজ করালেই আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ বাড়ে। কারণ, প্রতিটি কূপ খনন করতে বাপেক্স নেয় ৮০ কোটি টাকা। আর বিদেশি কোম্পানি নেয় গড়ে ১৫০ কোটি টাকা। থ্রিডি জরিপ করতে বাপেক্স নেয় ৯ থেকে ১৩ লাখ টাকা আর বিদেশি কোম্পানি নেয় সর্বোচ্চ দুই কোটি টাকা।

ভারত-বাংলাদেশ

ভারত এবার ড্রোন দিয়ে সীমান্ত নজরদারি করবে

নভেম্বর ০৫, ২০১৯, ডেইলিস্টার বাংলা অনলাইন

চোরাচালান রোধে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ বাংলাদেশ সীমান্তে কড়া নজরদারি রেখেছে বলে জানিয়েছে ভারতীয় গণমাধ্যম। দ্য হিন্দুর এক প্রতিবেদনে গতকাল (৪ নভেম্বর) বলা হয়, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে জল, স্থল ও আকাশ নজরদারির মধ্যে রেখেছে বিএসএফ।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ভারতের মেঘালয় রাজ্যের ধুবড়ি থেকে পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার পর্যন্ত বাংলাদেশ সীমান্ত নিচ্ছিদ্র রাখতে ইসরাইল থেকে 'টেথারড' ড্রোন কেনা হয়েছে।

মহেশপুর সীমান্তে ১০ দিনে ২০৩ অনুপ্রবেশকারী আটক

২১ নভেম্বর ২০১৯, প্রথম আলো

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে হঠাৎ করে ভারত থেকে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ বেড়ে গেছে। প্রতিদিনই অনেক মানুষ বাংলাদেশে ঢুকছেন বা ঢোকার চেষ্টা করছেন। গত ১০ দিনে এই সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ঢোকার সময় ২০৩ জনকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। অনুপ্রবেশের অভিযোগে মামলা দিয়ে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

২০১৯ সালে বিএসএফের হাতে ৪৩ বাংলাদেশি নিহত

৩১ ডিসেম্বর ২০১৯, ডেইলিস্টার অনলাইন বাংলা

২০১৯ সালে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের গুলিতে ৪৩ বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। গত বছরের তুলনায় এ বছর নিহতের সংখ্যা অনেক বেশি। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) হিসাবে এমন তথ্য উঠে এসেছে।

বেসরকারি সংস্থাটির হিসাবে, ২০১৮ সালে বিএসএফের গুলিতে নিহত বাংলাদেশির সংখ্যা ছিলো ১৪। এবছর তা বেড়ে ৪৩-এ দাঁড়িয়েছে।

ফেলানী হত্যার ৯ বছর, থেমে আছে বিচার প্রক্রিয়া

৭ জানুয়ারি, ২০২০, ডেইলিস্টার অনলাইন বাংলা

আজ ৭ জানুয়ারি। ২০১১ সালের এই দিনে কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ির রামখানা অনন্তপুর সীমান্তে ১৪ বছরের কিশোরী ফেলানীকে গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

বিএসএফ'র গুলিতে নিহত হওয়ার পরও প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা কাঁটাতারে ঝুলে ছিলো ফেলানীর নিথর দেহ। এ ঘটনায় গণমাধ্যমসহ বিশ্বের মানবাধিকার সংগঠনগুলোর তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে ভারত। ফেলানী হত্যার ৯ বছর পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত বিচার না পাওয়া হতাশ ফেলানীর পরিবার ও এলাকাবাসী।

বিবিধ

খালিদীর ৫০ কোটি টাকা ও ১৩টি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার আদেশ

৮ ডিসেম্বর, ২০১৯, কালের কণ্ঠ অনলাইন

বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের প্রধান সম্পাদক তৌফিক ইমরোজ খালিদীর অ্যাকাউন্টের ৫০ কোটি টাকা ফ্রিজ (নিশ্চল) করার আদেশ দিয়েছেন আদালত।

তৌফিক ইমরোজ খালেদীর বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা দুদকের উপপরিচালক মো. গুলশান আনোয়ার প্রধান আদালতে এ আবেদন করেন।

৯৪ লাখ টাকার গাড়ি পাবেন সরকারের শীর্ষ কর্মচারীরা

১৭ ডিসেম্বর ২০১৯, প্রথম আলো

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর গ্রেড ১ ও ২ পর্যায়ের কর্মচারীদের জন্য সর্বোচ্চ ৯৪ লাখ টাকার জিপ গাড়ি কিনতে পারবে। গ্রেড ৩ পর্যায়ের কর্মচারীদের জন্য কেনা যাবে ৫৭ লাখ টাকার জিপ।

রেজিস্ট্রেশন, শুল্ক, করসহ গাড়ির দাম নির্ধারণ করে নতুন এই নির্দেশনা দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়।

৬ এনজিও'র নাম থেকে 'আদিবাসী' শব্দ সরানোর নির্দেশ

ডিসেম্বর ২৯, ২০১৯, বাংলা ট্রিবিউন

যেসব বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) নামের আগে ও পরে 'আদিবাসী' শব্দ লেখা রয়েছে আগামী বছরের ১৮ জানুয়ারির মধ্যে তা পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। এরইমধ্যে এমন ছয়টি এনজিওকে চিঠিও দিয়েছে সংস্থাটি। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।